ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-304 ■ 3 August, 2026 ■ আগরতলা ৩ আগস্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নেশা মুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্পযাত্রা

জেন জি ভারতের অমৃত প্রজন্ম ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (আইএএনএস) ।। দেশের তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন জি'-কে ভারতের 'অমৃত প্রজন্ম' বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতে দেশের প্রয়োজন তাঁদের উদ্যম, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভা। একই সঙ্গে তিনি যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।
'নশা মুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূর করার ব্যাপারে নতুন প্রজন্মের অঙ্গীকার তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় করেছে যে ভারতের যুবসমাজ সচেতন, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এবং নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে আন্তরিক।
তিনি বলেন, "আগামী ২০-২৫ বছরে আপনারাই নিজেদের জীবনকে দিশা দেবেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে আপনারাই নেতৃত্ব দেবেন এবং সেই সাফল্যের সুফলও আপনারাই সবচেয়ে বেশি ভোগ করবেন। দেশের প্রয়োজন আপনাদের শক্তি, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও প্রতিভা। তাই দেশ ও নিজের ভবিষ্যতের স্বার্থে মাদক থেকে দূরে থাকুন।"
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন কোনও যুবক বা যুবতী মাদকের শিকার হয়, তখন শুধু একজন মানুষই হারিয়ে যায় না, একটি স্বপ্নও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে দেশের শক্তিও দুর্বল হয় এবং শত্রু দেশগুলি আমাদের যুবসমাজকে মাদকের ফাঁদে ফেলতে ষড়যন্ত্র করে।"
তিনি আরও বলেন, মাদক পাচার করে লাভবান হওয়া এবং একটি দেশকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডেরই অংশ। তাই প্রতিটি যুবক-যুবতীকে এই নেশার কবল থেকে রক্ষা করা জরুরি। "মাদক সাময়িকভাবে উন্মাদনা দিলেও শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়," বলেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী ১০০টি রবিবার 'মাদকমুক্ত ভারত'-এর লক্ষ্যে ১০০টি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে পালন করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ওয়াকাথন, ধ্যান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে।
বারাণসীর সাংসদ হিসেবে তিনি বলেন, গত বছর কাশী থেকে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে। তাই এই উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শক্তি, সাধু-সন্তদের আশীর্বাদ এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও প্রতিফলন রয়েছে। তিনি জানান, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত যুব আধ্যাত্মিক সম্মেলনে গৃহীত 'কাশী ঘোষণা'-এর ভিত্তিতে মাদকমুক্ত ভারতের জন্য পাঁচ বছরের রোডম্যাপ বাস্তবায়নে দেশের ১২৫টি আধ্যাত্মিক সংগঠন কাজ করছে।
পুনর্বাসনের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবারের কেউ মাদকাসক্ত হলে সামাজিক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কের পূজা

রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কের পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কের পূজা আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের চিরন্তন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ধারক ও বাহক। রাজন্য আমল থেকে প্রচলিত এই পূজা আজও গভীর শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এই পবিত্র উৎসব শান্তি, সম্প্রীতি, ঐক্য এবং সর্বজনের মঙ্গল ও কল্যাণের বার্তা বহন করে।" কের পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ নিয়ে সিজেপির বৈঠক ৫ আগষ্ট

ছত্রপতি সম্ভাজিনগর (মহারাষ্ট্র), ২ আগস্ট (আইএএনএস) ।। অভিজিৎ দিপকের নেতৃত্বাধীন অনলাইনভিত্তিক সংগঠন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) আগামী ৫ আগস্ট ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে তাদের কোর কমিটির বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। সংগঠনটি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করবে কি না, সেই বিষয়েও ওই বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
সংগঠনের এক পদাধিকারী জানান, অভিজিৎ দিপক তাঁর বাড়িতেই কোর কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন। বিভিন্ন রাজ্যের সমর্থকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ করা হবে।
সিজেপির দাবি, দিল্লির যন্তর-মন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আয়োজিত আন্দোলনের সাফল্য এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর সংগঠনটিকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে।
সূত্রের খবর, ৫ আগস্টের বৈঠক শেষে অভিজিৎ দিপক সাংবাদিক বৈঠক করে আলোচনার ফলাফল এবং সংগঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হবে সিজেপির ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও দিকনির্দেশ।
দিল্লির আন্দোলন শেষ হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দিপক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ছাত্র-যুবদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 'রেসপন্স গ্রুপ' হিসেবে সিজেপির কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চান তিনি। গত কয়েক দিনে তিনি একাধিকবার স্পষ্ট করেছেন, সিজেপিকে কোনও রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না এবং সিজেপিও কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেবে না। একই সঙ্গে তিনি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।
পর্যবেক্ষকদের মতে, এখন অভিজিৎ দিপক এবং সিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ছাত্র-যুবদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য জনমত গড়ে তোলা।
এদিকে, সিজেপির আন্দোলনে বাইরের শক্তির ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, যেখানে জনঅসন্তোষ নেই সেখানে বাইরের শক্তি তা তৈরি করতে পারে না, যদিও বিদ্যমান অসন্তোষকে আরও উসকে দিয়ে আন্দোলনের গতি বাড়াতে তারা ভূমিকা রাখতে পারে।
বিশ্লেষকদের দাবি, সাম্প্রতিক আন্দোলনের ব্যাপকতা, দ্রুত বিস্তার, সামাজিক মাধ্যমে সিজেপির সক্রিয় প্রচার, বিপুল সংখ্যক তরুণের অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘস্থায়ী গতিসব মিলিয়ে এই আন্দোলন শুধুমাত্র একটি সাধারণ অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ ছিল কি না, তা নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ক্ষোভ যে বাস্তব এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও তারা একমত।

কলাছড়ায় গাড়ির ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কলাছড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু এবং এক কিশোরী আহত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে প্রতিদিনের মতো কলাছড়া এলাকার বাসিন্দা সবিতা দাস (প্রায় ৪৫) বাড়ি থেকে প্রাতঃভ্রমণে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে প্রতিবেশী কমল রায়ের প্রায় ১০ বছর বয়সী মেয়ে সঙ্গীতা রায়ও ছিল।
অভিযোগ, আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী একটি ওয়াগনার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে সবিতা দাস ও সঙ্গীতা রায়কে ধাক্কা মারে।
☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজনীতিকে আলবিদা জানিয়ে ফের শিক্ষকতায় প্রাক্তন সাংসদ রেবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে এসে আবারও শিক্ষকতার পেশায় ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তিনি আগরতলার মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন রেবতী ত্রিপুরা। এবার রাজনৈতিক পর্বের ইতি টেনে তিনি আবারও তাঁর পূর্বের কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।
বিদ্যালয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শুভানুধ্যায়ীরা স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে রেবতী ত্রিপুরার পুনরাগমন শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং শিক্ষার্থীরা তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে উপকৃত হবে।
রেবতী ত্রিপুরার এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই জনজীবনের এক নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা ও মানবসম্পদ গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রাক্তন সাংসদের শিক্ষকতায় প্রত্যাবর্তন রাজ্যের শিক্ষা মহলেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।
এদিকে দলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই পুনরায় তিনি শিক্ষকতার চাকুরীতে ফিরে গেছেন কিনা , তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। কেননা, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির হয়ে প্রথম লড়াইয়ে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনে। কিন্তু ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য টিকিট পাননি তিনি। তারপর থেকেই রাজনৈতিকভাবে অনেকটা ব্রাত্য রয়েছেন বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞ মহলের। সম্প্রতি এডিসি নির্বাচন নিয়েও মাঠ চষে বেরিয়েছেন তিনি। কিন্তু এডিসি নির্বাচনের ফলাফলও দলের পক্ষে না থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নিলেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিকে দলের তরফেও স্পষ্ট তো কোন কিছুই জানানো হচ্ছে না। কেন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক কোন পদ দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে অনেকদিন ধরেই। এরই মধ্যে পুনরায় শিক্ষকতার পেশায় ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।।

চুরি হওয়া অটো উদ্ধার পলাতক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। খুমুলুঙের খেরেংবার হাসপাতালের সামনে থেকে চুরি হওয়া একটি সিএনজি অটোরিকশা উদ্ধার করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জের নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একটি রাবার বাগান থেকে অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া অটোরিকশাটির নম্বর টিআর-০১এম-৩৮০৫। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করছে ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। গত কয়েকদিন ধরে সিপিআইএমের একাংশ নেতৃত্ব বিতর্কিত মন্তব্যের মাধ্যমে ধর্মীয় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করল প্রদেশ বিজেপি। রবিবার প্রদেশ বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।
তিনি বলেন, সিপিআইএমের কিছু নেতা প্রচারের আলোয় আসার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্কিত মন্তব্য করছেন। তাঁর দাবি, বিরোধী দল বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বলার মতো কোনও ইস্যু না থাকায় ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, সিপিআইএম নেতারা রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকেও বিকৃতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে মানুষ এসব প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রামকৃষ্ণ মিশনকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, সেই ঘটনাগুলি এখনও মানুষের স্মৃতিতে রয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার পুনরায় শিক্ষকতায় যোগদানের বিষয়েও প্রশ্নের জবাব দেন বিজেপির মুখপাত্র। তিনি বলেন, শিক্ষকতা তাঁর পেশাগত দক্ষতার অংশ এবং দলীয় দায়িত্ব পালনের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে মহিলা হোস্টেলে চিকিৎসক হেনস্থা

সুষ্ঠু তদন্তের দাবি মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। জিবি হাসপাতালের মহিলা হোস্টেলে এক মহিলা চিকিৎসকের মোবাইল চুরি ও তাঁকে হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের সভানেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, গত ৩০ জুলাই জিবি হাসপাতালের মহিলা হোস্টেলে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করে চিকিৎসক ডা. লিজা দেববর্মার কক্ষ থেকে মোবাইল ফোন চুরি করে এবং তাঁকে হেনস্থা ও হুমকি দেয়। অভিযোগ, ঘটনাটি কাউকে জানালে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলেও তাঁকে ভয় দেখানো হয়।
মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের কর্মী মনিষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে তারা ইতিমধ্যেই ডিজিপি দফতর ও রাজ্য মহিলা কমিশনে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকার কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে দাবি সংগঠনের।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত ১ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেও মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।
এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ, কড়া নিরাপত্তা ও সিসিটিভি নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মহিলা হোস্টেলে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করল, তার উত্তর রাজ্যবাসী জানতে চান।
ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, দাবিগুলি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে।

হোস্টেল থেকে খাবার চুরির অভিযোগ, তিন রাঁধুনিকে আটক করল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন ড. বি.আর. আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাসে ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী পাচার করা হচ্ছিল। এদিন পরিকল্পনা করে নজরদারি চালিয়ে তিন মহিলা রাঁধুনিকে খাদ্যসামগ্রীসহ আটক করে আবাসিক ছাত্রীরা।
ছাত্রীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত এই ছাত্রী নিবাসে তফসিলি ও পিছিয়ে পড়া অংশের বহু ছাত্রী থেকে পড়াশোনা করেন। সরকার তাদের জন্য নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী বরাদ্দ করে এবং রান্নার জন্য চারজন মহিলা রাঁধুনি নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে খাদ্যসামগ্রীর হিসাবের সঙ্গে বাস্তবের মিল না পাওয়ায় ছাত্রীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, বিষয়টি নিয়ে রাঁধুনিদের কাছে জানতে চাইলে তারা দাবি করেন, হোস্টেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেই পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয় না। এরপর থেকেই ছাত্রীরা নিজেরাই বিষয়টির ওপর নজরদারি শুরু করেন।
☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ কুকুরের তাণ্ডবের অভিযোগ, ৮টি ছাগল-ভেড়ার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মধুপুর থানাধীন দেবীপুরের ২৬ কার্ড এলাকায় এক ব্যক্তির পোষা পাঁচটি কুকুরের আক্রমণে একাধিক ছাগল ও ভেড়া মারা যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
অভিযোগের তির শান্তিটিলা এলাকার বাসিন্দা হরি দেবনাথের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার হরি দেবনাথের বাড়িতে থাকা পাঁচটি কুকুর বাইরে বেরিয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দলের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করতে হবে ঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। বিজেপির ঊনকোটি জেলা কার্যকর্তা সম্মেলনে যোগ দিয়ে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দিলেন দলের প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়। রবিবার আয়োজিত এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় বলেন, দলের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। দলের আদর্শ ও নীতিকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থ জনসেবার ধারাকে আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে সকল কার্যকর্তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করারও বার্তা দেন।
সম্মেলনের পাশাপাশি এদিন তিনি ঊনকোটি জেলার পাঁচটি মণ্ডলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো পর্যালোচনা করেন। প্রতিটি মণ্ডল কমিটির কর্মকর্তা, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে পৃথক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন তিনি। বৈঠকগুলিতে দলের বর্তমান সাংগঠনিক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
এদিন ঊনকোটি জেলা সফরের অংশ হিসেবে কুমারঘাটের ঐতিহাসিক পুরাতন শিব মন্দিরেও পূজা-অর্চনা করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি। মহাদেবের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি রাজ্যের সকল মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

আট মাস ধরে বন্ধ সিসি রোড নির্মাণের কাজ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১১ নম্বর মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের ডাকদু তুইসা সাব-জোনালের অন্তর্গত শিকরাই কোবরা এলাকায় একটি সিসি রোড নির্মাণের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকর্মীর ডিউটির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট ।। গোমতী জেলার উদয়পুরে অবস্থিত মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি পালনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের একাংশ।
অভিযোগ অনুযায়ী, শনিবার রাতে কয়েকজন যুবক মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে গেলে সেখানে দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী তাঁদের সঙ্গে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

Page 1.pmd 1 03-08-2026, 00:56

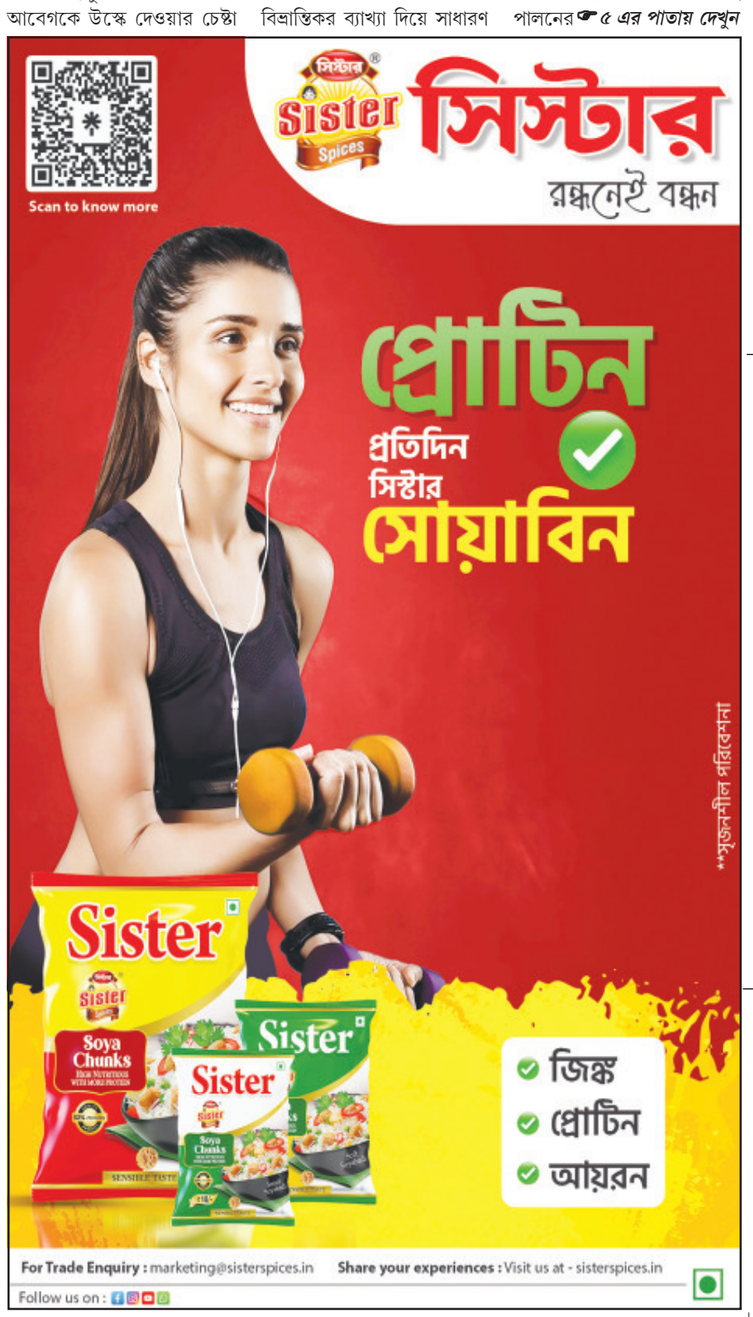

জাগরণ
আগরতলা ৩আগস্ট, ২০২৬ ইং
১৭শ্রাবণ, সোমবার, ১৪৩৩বঙ্গাব্দ

মাদক থেকে দূরে থাকিবার বার্তা

ক্ষণিকের নেশা গোটা জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে, মাদক থেকে দূরে থাকুন' এটি তরুণ সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে সচেতন করিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। নানা জাতীয় মঞ্চ থেকে তিনি যুবসমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করিতে এই আহ্বান জানাইয়াছেন। কৌতূহল বা ক্ষণিকের আনন্দের বশে মাদক নেওয়া কীভাবে জীবন, ভবিষ্যৎ এবং পরিবারকে ধ্বংস করিয়া দেয়, তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য মাদকমুক্ত সমাজ গড়িবার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার ওপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যুবসমাজকে দেশ গঠনের কাজে যুক্ত হইতে এবং মাদকের বদলে খেলাধুলা, শিক্ষা ও সৃজনশীল কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়িবার লক্ষ্যে তরুণদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মাদক সাময়িক উন্মাদনা বা আনন্দ দিলেও তাহা জীবনের ক্যারিয়ার ও পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। শত্রু দেশগুলো ভারতকে দুর্বল করিতে এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে মাদক পাচারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিতেছে। পরিবারের কোনো সন্তান মাদকের শিকার হইলে সামাজিক অপমানের ভয়ে তাহা না লুকাইয়া চিকিৎসকের সাহায্য ও খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে ফিরাইয়া আনা উচিত। যারা মাদকাসক্তি কাটাইয়া সুস্থ জীবনে ফিরিয়া আসেন, সমাজকে তাহাদের কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখিয়া সম্মান ও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া উচিত।

দেশের তরুণদের মাদক থেকে দূরে থাকিবার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাদক সেবনের পরিণতি কী হইতে পারে, তাহা নিয়া সাবধান করিয়া দিলেন দেশের যুবসমাজকে। বোঝাইলেন, ক্ষণিকের নেশার জন্য গোটা জীবন ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। তরুণরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, সে কথাও ফের স্মরণ করাইয়া দিলেন মোদী। দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ পর্বে এবং তার পরবর্তী সময়ে বার বার দেশের তরুণদের উদ্দেশে বার্তা দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। কখনও ইনস্টাগ্রামের রিলে, কখনও বা প্রকাশ্য সভায়। শনিবারও মাইসুরুতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময়ে তরুণদের উদ্দেশে বার্তা দেন তিনি। জানান, তরুণরাই দেশ গঠনের কারিগর। রবিবারও সেই বার্তাই প্রতিধ্বনিত হইল প্রধানমন্ত্রীর গলায়। এ দিন 'নেশামুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির সূচনা করেন মোদী। সেখান থেকেই তিনি মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান দেশের তরুণদের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মাদক সাময়িক ভাবে নেশার অনুভূতি দিলেও তাহা একজনের গোটা কেরিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। দেশের তরুণদের মানসিক ভাবে এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকিতে হইবে। তাই সব ধরনের মাদক থেকে দূরে থাকিতে হইবে।"

গত কয়েক বছরে সীমান্তপারের মাদক কারবারের বিস্তর অভিযোগ উঠিয়া আসিয়াছে। পাকিস্তান থেকে এ দেশে, বিশেষ করিয়া পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে মাদক পাচারের চেষ্টার অভিযোগ প্রায়শই উঠিয়া আসে। ড্রোন ব্যবহার করিয়া পাকিস্তান থেকে মাদক পাঠানো হয় এ দেশে। এই গোটাটাই পাকিস্তানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার অংশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'মাদক-সন্ত্রাস' ছড়ানোর চেষ্টা চালাইতেছে পাকিস্তানি গোষ্ঠীগুলি। এ দিনের বার্তায় সে বিষয়েও দেশের তরুণদের সতর্ক করিয়া দেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের নাম না-করিয়া মোদী বলেন, "শত্রু দেশগুলি তাহাদের সন্ত্রাস ছড়ানোর পরিকল্পনায় মাদক পাচারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করিতেছে। কারণ ওরা জানে যে আমাদের তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ।" মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও দেশীয় সংস্কৃতির উপরে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের মাধ্যমে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি মিলিতে পারে বলিয়াও জানান তিনি। ইনস্টাগ্রামে রিল পোস্ট করিয়া দেশের তরুণদের উদ্দেশে বার্তা দেন মোদী। জানান দিল্লির যন্তর মন্তরে দেশের তাঁহাকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে। যুবসমাজকে নৈতিকতার পাঠও দেন তিনি। এ বার দেশের তরুণদের মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকিবার জন্য বলিলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "দেশ এখন এক 'উন্নত ভারত' গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এমন সময়ে দেশের তরুণদের ক্ষতিকর আসক্তি থেকে দূরে থাকিতে হইবে। তাহা হইলে তরুণরা যেমন শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ থাকিবেন, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাইবে তাঁহাদের।"

৩০ লক্ষ টাকার বাজেটে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৫৯তম দুর্গাপূজা, "কাচের মায়াজাল" থিমে চমক

আগরতলা, ২ আগস্ট: রাজধানী আগরতলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন এ বছর ৩০ লক্ষ টাকার বাজেটে তাদের ৫৯তম দুর্গাপূজার আয়োজন করতে চলেছে। এবারের পূজার মূল আকর্ষণ থাকছে "কাচের মায়াজাল" থিম, যা দর্শনার্থীদের জন্য এক অভিনব ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা উপহার দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তারা।

রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের দুর্গাপূজার থিমের উন্মোচন করা হয়। এই সঙ্গে শারদোৎসবের শুভ সূচনার প্রতীক হিসেবে ঐতিহ্য মেনে খুঁটি পূজাও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের পদাধিকারী, সদস্য, বিশিষ্ট অতিথি এবং এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা, শৈল্পিক প্রতিমা এবং পরিবেশবান্ধব ভাবনার সমন্বয়ে দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় পূজামণ্ডপ গড়ে তোলা হবে। "কাচের মায়াজাল" থিমের মাধ্যমে আলো, প্রতিফলন ও শিল্পকলার সমন্বয়ে এক ভিন্নমাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ক্লাবের উদ্যোক্তাদের আশা, পূজা উপলক্ষে শুধু আগরতলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও অসংখ্য দর্শনার্থী কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে আসবেন। ইতিমধ্যেই পূজার প্রস্তুতির বিভিন্ন কাজ শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মণ্ডপ নির্মাণ ও অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন করা হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে।

শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ আগস্ট: পবিত্র শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি উপলক্ষে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার চন্দননগর মহকুমার তারকেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা ও প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।

এদিন তিনি দিব্য তারকেশ্বর মন্দিরে বাবা তারকনাথের চরণে পূজা-অর্চনা করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পূজা শেষে রাজ্যবাসীসহ সমগ্র দেশের মানুষের সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন অব্যাহত থাকুক এবং রাজ্যের প্রতিটি মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাপন করুনএই প্রার্থনাই তিনি করেছেন। শ্রাবণ মাস উপলক্ষে এদিন তারকেশ্বরের মন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দলীয় নেতৃত্বগণ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনে বাংলার পক্ষে সওয়াল

প্রশাসনিক ভাষা ও মাতৃভাষার আত্মপরিচয়

প্রশাসন যখন নাগরিকের ভাষার কথা বলে; তখন কেবল সরকারি নিয়ম কার্যকর হয় না; পুনরুজ্জীবিত হয় একটি জাতির আত্মপরিচয়। স্বাধীন ভারতের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আইন (১৯৫৬) কার্যকর হওয়ার পর থেকেই আঞ্চলিক ভাষাকে রাজ্য প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি করার বিষয়টি নিয়ে জাতীয় স্তরে নানা চর্চা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার দাবিটি নতুন নয়। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ' বা প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার সার্বিক ও বাধ্যতামূলক ব্যবহারের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কেবল কোনো প্রশাসনিক রুটিন রদবদল নয়; বরং এটি পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মানচিত্রে একটি ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ইতিবাচক ও দূরদর্শী পদক্ষেপকে রাজ্যজুড়ে বুদ্ধিজীবী; সাহিত্যিক; ভাষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ মহল এক বাক্যে স্বাগত জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক এই ঘোষণাটি সেই দীর্ঘদিনের ব্যবধান মেটানোর একটা ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে যে "প্রশাসন থাকবে সাধারণ মানুষের ভাষার দোরগোড়ায়।" একটি রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় জনকল্যাণ; তবে সেই কল্যাণের ভাষাটি হওয়া উচিত রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে; ১৯৬১ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ভাষা আইন' (West Bengal Official Language Act— ১৯৬১) পাশ হওয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও রাজ্য সরকারের সমস্ত স্তরে বাংলা ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশিকা জারি হয়। তৃণমূল সরকারের আমলেও নবান্ন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন পর্যন্ত বাংলা ব্যবহারের নানা উদ্যোগ দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ মসৃণ নয়। প্রশাসনিক কাজের সিংহভাগ ক্ষেত্রে; বিশেষ করে ডিরেক্টরেট ও সচিবালয় স্তরে; এখনও ফাইলিং; খসড়া ও অফিসিয়াল যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যই দৃশ্যমান। ফলে আইনি নথিপত্র এবং প্রশাসনিক ভাষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার এবং নাগরিকের দূরত্ব কমানোর প্রথম শর্ত হল ভাষার সমতা আনা.. ১. নাগরিক অধিকার ও স্বচ্ছতা: রাজ্যের সিংহভাগ মানুষ; বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার নাগরিকরা; জটিল ইংরেজি আইনি পরিভাষা বোঝেন না। সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ; পুলিশের প্রাথমিক এজাহার (FIR) নথিভুক্ত করা বা পঞ্চায়েত -পৌরসভার নথিপত্র বোঝার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষায় পরিষেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ২. অন্যান্য রাজ্যের থেকে শিক্ষা: দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি (যেমন

তামিলনাড়ু; কর্ণাটক) কিংবা প্রতিবেশী ওড়িশা বা আসাম নিজেদের সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে আঞ্চলিক ভাষাকে যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে; পশ্চিমবঙ্গ সেই জায়গায় কিছুটা পিছিয়ে। একটি ভাষার সরকারি পরিকাঠামো জোরদার না হলে সেই ভাষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য হ্রাস পায়। ৩. আইনি জটিলতা দূরীকরণ: নিম্ন আদালত ও সরকারি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গুলিতে শুনানির ভাষা ও রায়ের সারসংক্ষেপ যদি সহজ বাংলায় উপলব্ধ হয়; তবে সাধারণ বিচার প্রার্থীরা প্রতারণা ও হয়রানি থেকে রক্ষা পান। বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ সরকারি দপ্তরে বাংলা ভাষার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের পথে কিছু বাস্তবমুখী অন্তরায় রয়েছে। প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ: ১.সহজ পরিভাষার অভাব.. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহু ইংরেজি শব্দের যথোপযুক্ত ও সহজবোধ্য বাংলা পরিভাষা তৈরি ও সার্বজনীন প্রচলন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ২. ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা.. ই- গভর্নেন্স (- Governance) পোর্টাল; সরকারি ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমে এখনোও বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষার পরিকাঠামো বেশি সক্রিয়। ৩ মনস্তাত্ত্বিক ঔপনিবেশিকতা.. দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে অনেক আধিকারিকের ধারণা; কেবল ইংরেজিতে নথি লিখলেই তা 'আইনসম্মত' বা 'গুরুগম্ভীর' হয়। উত্তরণের পথ ও প্রস্তাবিত রূপরেখা.. রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যথাযথ স্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও পরিকাঠামোগত সংস্কার.. ১ প্রশাসনিক পরিভাষা কোশ পুনর্গঠন.. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি; ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সমন্বয়ে একটি আধুনিক; সহজ ও ব্যবহারযোগ্য সরকারি পরিভাষা কোশ (Administrative Glossary) তৈরি করতে হবে। ২. দ্বিভাষিক (Bilingual) ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা.. রাজ্য সরকারের সমস্ত পোর্টাল; জিও (Government Orders); বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্রে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার সমান্তরাল ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। ৩. প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার উন্নয়ন.. ইউনিকোড বাংলা ফন্ট ও সহজ বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার সরকারি সমস্ত কম্পিউটারে প্রাক- ইনস্টলড থাকা আবশ্যক; যাতে কর্মীদের টাইপিং জটিলতায় পড়তে না হয়। ৪. সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান প্রশাসনিক স্তরে বাংলায় কাজের দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া এবং কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

"ভাষার প্রতি অনুরাগ কোনো অন্ধ সংকীর্ণতা বা অন্য ভাষার বিরোধিতা নয়; এটি নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার মূল চাবিকাঠি।" প্রশাসনিক দপ্তরে বাংলা ভাষার বহুল প্রচলনের বিষয়টি কেবল কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বা আবেগের ইস্যু হতে পারেনা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বা অন্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে সওয়াল করেন; তখন তা মূলত সাধারণ

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদাকেই প্রতিধ্বনিত করে। গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে গণমুখী করতে হলে প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের ভাষার দরবারে পৌঁছাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দপ্তর গুলিতে যেদিন একজন সাধারণ মানুষ নিজের ভাষায় আবেদন লিখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিষেবা পাবেন; সেদিনই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও 'বাংলা ভাষা'র প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পূর্ণতা পাবে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

"জেন-জি"-র আন্দোলন শেষ, তারা কত বড় ধাক্কা দিতে পারলো নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে

দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন শেষ করার ঘোষণা করল "ককরোচ জনতা পার্টি" বা সিজেপি। এর আগে ক্রমশ বাড়তে থাকা আন্দোলনের চাপের মুখে শনিবার দুপুরে পদত্যাগ করেন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করছেন তার পদত্যাগ একদিকে যেমন "জেন-জি"র বিজয়, তেমনই নরেন্দ্র মোদীর সরকারের কাছে তা এক বড় ধাক্কা। মি. প্রধান পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও তখনও পর্যন্ত দুটি অমিমাংসিত দাবিতে অনড় ছিল সিজেপি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে বসেন সরকারের দুই শীর্ষ মন্ত্রী এবং সিজেপির দুই প্রতিনিধি।

দাবিগুলো সরকার মেনে নেওয়ার পরেই আন্দোলন শেষ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তারা।

সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা "নিট" এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জেরে অন্তত ২০ জন পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার প্রতিবাদ দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক মাসেরও বেশি আগে, তার অন্তিম পর্যায়ে, শনিবার দুপুর থেকে ঘটনাক্রম নাটকীয় মোড় নেয়।

শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে যে বক্তব্য রাখেন, তখনও কেউ আন্দাজ করতে পারেননি কী ঘটতে চলেছে পরের দিন।

অন্যদিকে, সকাল থেকেই যন্তর মন্তরে সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছিল। উপস্থিত অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন সেখানে কী হতে চলেছে। এর মাঝেই "ব্রেকিং নিউজ" আসে যে পদত্যাগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। মি. প্রধানের ইস্তফার পরই যন্তর মন্তরে আন্দোলনরতদের মধ্যে ব্যাপক উল্লাস দেখা দেয়। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ধর্না মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, 'প্রথমে কী বলেছিল ওরা, যে এই সরকারের আমলে পদত্যাগ হয় না। কিন্তু শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আসলে দুনিয়া ঝুঁকতে বাধ্য হয়, (তার জন্য) ঝোঁকানোর মতো লোক দরকার।'

এর আগেও বেশ কয়েকটি ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পড়তে হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে, তবে এবারই প্রথম আন্দোলনের চাপে কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হলো। যে সিজেপির নেতৃত্বে এই আন্দোলনের সূচনা এবং দেশজুড়ে তার ক্রমবিস্তার - সেই প্ল্যাটফর্মের শুরুটা হয়েছিল একটা "অনলাইন স্যাটায়ারের" হাত ধরে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এক মামলায় উল্লেখ করেছিলেন, কিছু "পরজীবী" সিস্টেমকে আক্রমণ করছে। তিনি বলেছিলেন, 'ককরোচের মতো কিছু তরুণ রয়েছে, যারা কোনো চাকরি পায় না এবং পেশাতেও তাদের কোনো জায়গা নেই। তাদের মধ্যে কেউ গণমাধ্যমকর্মী হয়, কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার, কেউ আরটিআই কর্মী, কেউ অন্য কর্মী, এবং তারা সবাইকে আক্রমণ করতে শুরু করে।'

তিনি এই বিষয়ে বিশদে ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই কিছুটা শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গের আকারে জন্ম নেয় "ককরোচ জনতা পার্টি"। ব্যঙ্গ করেই এর শুরুটা করেছিলেন অভিজিৎ দীপকে। নিজেকে তিনি প্রথম তুলে ধরেন, "আমিও আরশোলা" বলে। সেই পোস্ট ব্যাপক ভাইরাল হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠে "ককরোচ জনতা পার্টি" নামে এক ব্যঙ্গাত্মক অনলাইন দল।

দ্রুত তাদের ফলোয়ারের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় বিজেপির অনলাইন ফলোয়ারের সংখ্যা। তখনো কেউ ভাবতে পারেনি এর ভবিষ্যৎ কী বা রূপরেখাই বা কী হবে। অভিজিৎ দীপকে নিজেও সংবাদ মাধ্যমের কাছে বহুবার তা স্বীকার করেছেন। মাস খানেক আগে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের সময়ে সামনে আসেন এর কয়েকজন সদস্য। তারপর শিক্ষা ব্যবস্থা, মূলত সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, যাতে ২২ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং যে পড়ুয়ারা আত্মহত্যা করেছেন - সমস্ত ঘটনার জন্য সরকারের জবাবদিহিতা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং সর্বোপরি মি প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় সিজেপি। জুন মাসের গোড়ার দিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না শুরু করেন অভিজিৎ দীপকে। জুনের মাঝামাঝি সময় থেকে সেখানে একটু করে সেখানে জমায়েত বাড়তে থাকে যা ক্রমে ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়। জুন মাসের শেষের দিকে ওই মঞ্চে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করেন শিক্ষাবিদ ও পরিবেশ কর্মী সোনাম ওয়াংচুক। যন্তর মন্তরে বিভিন্ন সময়ে আপ, কংগ্রেস-সহ বিরোধী নেতাদের দেখা যায়। মি. ওয়াংচুকের অনশনের ২০ দিনের মাথায় জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। এরপর আন্দোলনের আঁচ আরো বাড়তে থাকে। ডাক দেওয়া হয় ২০শে জুলাই সংসদ অভিযানের। সেদিনের জনসমাবেশে ব্যাপক লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়া, নারীদের প্রতি অসম্মানসহ একাধিক অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সরকারকে কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এরই মাঝে একবার সরকারের সঙ্গে বৈঠক হয় সিজেপির সেখানে তারা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকার কথা জানিয়ে দেয়।

সরকারের ওপরে চাপ বাড়ছিল

সিজেপি যেমন দিল্লিতে জমায়েত করছিলো, সেই আন্দোলনের সমর্থনে নিজেদের "জেন-জি" বলে দাবি করা হাজার হাজার মানুষ দেশের বিভিন্ন শহরে পথে নামতে থাকেন। কলকাতা, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পাটনা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখা দেয়। শুক্রবারও সিজেপির ডাকে বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তায় নামেন ছাত্র, যুব ছাড়াও রাস্তায় নামেন বহু মানুষ। অন্যদিকে নানা সামাজিক মাধ্যমেও চলতে থাকে বাগ-বিতণ্ডা। "জেন-জি" রা যেমন কটাক্ষ করতে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারকে, অন্যদিকে বিজেপি-পন্থি সামাজিক মাধ্যমে হ্যান্ডেলগুলো থেকেও এই আন্দোলনকারীদের কখনও "চীনের দালাল", "দেশ-বিরোধী", "ডিপ স্টেটের চক্রান্ত" ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও নানান কর্মসূচি করতে থাকে। এরফলে অনেকেই মনে করেন সরকারের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। তবে আন্দোলনের চাপে যে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই প্রথমবার পড়ল, তা নয়। সাম্প্রতিক সময়ে সিএএ, এনআরসি বিরুদ্ধে শাহীনবাগের প্রতিবাদ, বিজেপির ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে নারী কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্তার অভিযোগে দিল্লিতে ভারতীয় কুস্তিগিরদের অন্দোলন বা পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তর প্রদেশের হাজার হাজার কৃষকের দিল্লি ঘেরাও করে রাখা মাসের পর মাস - এরকম একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচির মোকাবিলা করতে হয়েছে বিজেপিকে। তাই নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দাবিতে ক্রমশ দেশজুড়ে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। "সরকারের জন্য একটি বড় ধাক্কা" বৃহস্পতিবার রাতে সোনাম ওয়াংচুক তার অনশন ভাঙার পর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও নিজেদের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে সিজেপি। সরকারের সঙ্গে শুক্রবার দ্বিতীয় দফা বৈঠকেও একই কথা জানানো হয়। বৈঠকের পর সিজেপির প্রতিনিধিরা জানান, অন্য দুই দাবিতে সরকার আশ্বাস দিলেও শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা না মেলা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালাবেন। দাবি করেন, যে এই বিষয়ে জানানোর জন্য শনিবার দুপুর অবধি সময় চাওয়া হয়েছে। তবে সাংবাদিকদের সামনে শনিবারের বৈঠকের কথা উল্লেখ করলেও সিজেপি দাবির বিষয়ে কিছু বলেননি বৈঠকে উপস্থিত জেপি নাড্ডা। তার আগে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসের রুখে করা বিল-আনাসহ একাধিক পদক্ষেপ নেন, শিক্ষা সচিবকেও সরানো হয়। অবশেষে, কিছুটা নাটকীয়ভাবেই শনিবার দুপুরে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু এই পদত্যাগ সরকারের জন্য কত বড় ধাক্কা? প্রবীণ সাংবাদিক নীরজা চৌধুরীর মতে, 'এটা বিরোধী দল থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী-সকলের জন্যই লাভজনক পরিস্থিতি। তিনি বলেন, 'এটা প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং সরকারের জন্য একটি বড় ধাক্কা। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করলে এই আন্দোলন আরও বেড়ে যেত। যুবকদের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য তার পদত্যাগ জরুরি ছিল।' নীরজা চৌধুরী বলেন, 'এটা যুবসম্পরদায়ের জন্য একটা বড় জয়। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা তৈরি হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলোকেও সুযোগ দেবে।'

চাপ ছিল আরএসএসেরও?

ধর্মেন্দ্র প্রধান বিজেপির নেতা হলেও তার রাজনীতির শুরুটা ছিল আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির মধ্যে দিয়ে। তাই মি. প্রধানকে আরএসএস ঘনিষ্ঠ বলেও মনে করা হয়ে থাকে। তবে "জেন-জি"র আন্দোলনে সরকারের ওপরে যে ব্যাপক চাপ পড়ছে, তা অনুধাবন করতে পেরেছিল আরএসএস-ও। সিনিয়র সাংবাদিক লভ কুমার মিশ্র বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পেছনে আরএসএস-এর চাপ এবং মোহন ভাগবতের বিবৃতিও কাজ করেছে। এই আন্দোলন কোনো রাজনীতিবিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি। এটি ছিল ছাত্রদের আন্দোলন, ছাত্রদের জন্য এবং ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত, এবং এই অর্থে এটা ছিল অনন্য।' দিল্লিতে আয়োজিত "বিশ্ব মাঙ্গল্য সভা" অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন বাবা-মায়ের কথার সঙ্গে তর্ক করতাম না। নীরবতা মানে নীরবতা। কিন্তু এখন আর তেমনটা নেই, নতুন প্রজন্ম প্রশ্ন করে, তাদের কারণটা বলে দিতে হয়।' তিনি বললেন, 'আজকের প্রজন্মকে আরও বেশি স্নেহ দেওয়া দরকার। আমাদের তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। আমাদের তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' লভ কুমার মিশ্রের মতে, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করলে তা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারত। তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন সত্তরের দশকের জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী আন্দোলনের কথাও। মি. মিশ্রের মতে, 'এটা ছাত্রদের জন্য একটা ঐতিহাসিক সাফল্য। জেপির আন্দোলনও তিন বছর পর সাফল্য পেয়েছিল, যখন তিনি ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে পরাজিত করেছিলেন। অথচ এখানে, মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যেই তারা সরকারকে নিজেদের দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।' তিনি বলেন, 'মূলত, গত চার-পাঁচ দিনের চাপেরই এটা সাফল্য। ছাত্রদের সমর্থনে দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। মুম্বাই, পুনে, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর সর্বত্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বিহারে, পাটনার মতো বড় শহর তো দূরের কথা, খাগাউলের মতো ছোট জায়গাতেও যুবকরা রাস্তায় নেমেছিল। দারভাঙ্গা, সিওয়ান, ছাপড়া, ঔরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ, শেখপুরার মতো অনেক জায়গায় ছাত্ররা রাস্তায় ছিল।' সাংবাদিক রশিদ কিদওয়াই এই পদত্যাগকে সরকারের জন্য একটা ধাক্কার পাশাপাশি সুযোগ হিসেবেও দেখছেন। তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে মোদী সরকারের জন্য একটা বড় ধাক্কা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য সুযোগও বটে। এর কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য যদি ছাত্র ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তবে সরকার এই বিভেদ আরও বাড়াতে দ্বিধা করবে না।' রশিদ কিদওয়াই আরও বলেন, 'এমনটা হলে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের এই অধিবেশনেই সীমানা পুনর্নির্ধারণের মতো অনেক বিল পাস করিয়ে নেবে এবং এটা তাদের জন্য হেরে যাওয়া খেলা জেতার মতোই হবে।'

যা বললেন অভিজিৎ দীপকে

মি. প্রধানের পদত্যাগের পর যন্তর মন্তরের মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বলেন, 'ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এটা গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে যদি কথা বলতেই আমাদের ভয় লাগে, তাহলে এটা কেমন গণতন্ত্র? আমরা যদি আওয়াজ তুলি, তাহলে এই লোকেরা সঠিক পথে থাকবে এবং তাদের সঠিক পথে রাখাটাই জরুরি। যারা নিজেদের রাজা মনে করে, তারা আমাদের কারণেই ওখানে বসে আছে।'

ছেলের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন অভিজিৎ দীপকের মা অনিতা দীপকে। বার্তা সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, 'তিনি বলেন, "সারারাত আমাদের ঘুম হতো না, ভোর তিনটে পর্যন্ত ঘুমাতাম না, ভাবতাম ছেলের কী হচ্ছে না হচ্ছে, খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আজ খুব ভালো লাগছে। ওর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে...ওর কষ্ট আজ সার্থক হলো।" পদত্যাগের কথা প্রকাশ্যে আসার পরই একে গণতন্ত্রের জয় বলে আখ্যা দেন সোনাম ওয়াংচু। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, ' এটা গণতন্ত্রের বিজয়, সরাসরি রাজপথ থেকে আসা গণতন্ত্রের জয়। এটা শান্তি, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের জয়। ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং দেশের "জেন জি"-কে অভিনন্দন। এছাড়াও, সেই সমস্ত নাগরিকদের ধন্যবাদ, যারা ভয় ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে দেশের প্রতিটা কোণ থেকে সোচ্চার হয়েছেন।' একই সঙ্গে এও ইঙ্গিত করেছেন যে 'এবার জবাবদিহিতা থেকে সংস্কার'-এর যে কাজ এখনো বাকি আছে সে দিকে নজর থাকবে। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমি সরকার এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত ও সম্মান জানাই এবং সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। আজ আমরা গণতন্ত্রের এক জয় প্রত্যক্ষ করলাম।' 'সবচেয়ে বেশি অভিনন্দন জানাব সিজেপিকে যারা এই ইস্যুকে প্রকাশ্যে এনে আন্দোলন শুরু করেছিল এবং তার স্বেচ্ছাসেবকদেরও অভিনন্দন জানাই।' 'তবে জয়ের সময়েও বিনম্রতা বজায় রাখা দরকার।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কাঁঠালতলীতে সনাতানি হিন্দু সেনার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে স্পিকার রামপদ জামাতিয়া। ছবি নিজস্ব

আদালতে ধাক্কার পর কর্নাটক বিধান পরিষদের সদস্যপদ ও উপ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা বিজেপি নেতা এম. কে. প্রণেশের

বেঙ্গালুরু, ২ আগস্ট (আইএএনএস): কর্নাটক হাই কোর্ট ২০২১ সালের বিধান পরিষদ নির্বাচনে তাঁর জয় বাতিল করার পর এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় বহাল রাখায় বিজেপি নেতা এম. কে. প্রণেশ কর্নাটক বিধান পরিষদের (এমএলসি) সদস্যপদ এবং উপ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত কারণ এবং দলীয় দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করে পদত্যাগ করেন।

৩১ জুলাই কর্নাটক হাই কোর্ট চিক্কামাগালুরু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের বিধান পরিষদ নির্বাচনে প্রণেশের জয় বাতিল করে কংগ্রেস প্রার্থী গায়ত্রী শান্তেগৌড়াকে বিজয়ী ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আদালত রায়ের অনুলিপি কর্নাটক বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান বসবরাজ হোরাট্টির কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

এরপর শনিবার বিধান পরিষদের কার্যালয়ে গিয়ে প্রণেশ তাঁর পদত্যাগপত্র চেয়ারম্যান হোরাট্টির হাতে তুলে দেন। সূত্রের দাবি, পদচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতেই তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন।

পদত্যাগপত্রে প্রণেশ জানান, ব্যক্তিগত কারণের পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংগঠনিক দায়িত্বে আরও বেশি সময় দেওয়ার জন্য তিনি বিধান পরিষদের উপ-সভাপতি এবং সদস্যপদদুই পদ থেকেই সরে দাঁড়াচ্ছেন।

বিচারপতি এস. জি. পণ্ডিতের একক বেঞ্চ কংগ্রেস নেত্রী গায়ত্রী শান্তেগৌড়ার দায়ের করা নির্বাচনী মামলার শুনানিতে এই রায় দেয়। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল, মুদিগেরে, এন. আর. পুরা, শৃঙ্গেরী এবং কোপ্পা টাউন পঞ্চায়েতের ১২ জন মনোনীত সদস্যের ভোট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করেই নির্বাচন কমিশন প্রণেশকে বিজয়ী ঘোষণা করেছিল।

আদালত ওই ১২টি ভোট বাতিল করে পুনর্গণনার নির্দেশ দেয়। পুনর্গণনায় গায়ত্রী শান্তেগৌড়া ১, ১৮৩টি ভোট পান, আর প্রণেশের ঝুলিতে পড়ে ১,১৭৪টি ভোট। সংশোধিত ফলাফলের ভিত্তিতে আদালত গায়ত্রী শান্তেগৌড়াকেই বৈধভাবে নির্বাচিত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে।ফলে এখন থেকে চিক্কামাগালুরু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন গায়ত্রী শান্তেগৌড়া। তাঁর মেয়াদের প্রায় দেড় বছর বাকি রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের নির্বাচনে প্রাথমিক ফলাফলে প্রণেশ ১,১৮২ ভোট এবং গায়ত্রী শান্তেগৌড়া ১, ১৭৬ ভোট পেয়েছিলেন। মাত্র ছয় ভোটের ব্যবধানে প্রণেশকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

পরে গায়ত্রী শান্তেগৌড়া আদালতের দ্বারস্থ হয়ে দাবি করেন, স্থানীয় সংস্থার মনোনীত সদস্যদের এই ধরনের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নেই। কর্নাটক হাই কোর্ট তাঁর দাবি মেনে নেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রণেশ সুপ্রিম কোর্টে গেলেও শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। এর ফলে হাই কোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলে বহাল থাকে এবং প্রণেশের নির্বাচন বাতিল হওয়ার পাশাপাশি তাঁর উপ-সভাপতির পদও কার্যত খালি হয়ে যায়।

বালোচিস্তানের নওশকিতে সামরিক অবরোধ নিয়ে পাকিস্তানের সমালোচনা মানবাধিকার সংগঠনের, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি

কোয়েটা, ২ আগস্ট (আইএএনএস): পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের নওশকি জেলায় দীর্ঘদিনের সামরিক অবরোধ, কারফিউ এবং অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংগঠন বালোচ ইয়াকজেহতি কমিটি (বিওয়াইসি)। সংগঠনটির অভিযোগ, এটি বালোচ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'সমষ্টিগত শাস্তি' দেওয়ার নীতিরই অংশ। একই সঙ্গে তারা জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে।

রবিবার এক বিবৃতিতে বিওয়াইসি দাবি করে, গত ছয় মাস ধরে নওশকিতে চলা সামরিক অবরোধ, কারফিউ, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি এবং জোরপূর্বক নিখোঁজ করার ঘটনা বালোচ জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক জীবন এবং জাতীয় প্রতিরোধকে দমন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিফলন।

সংগঠনটির বক্তব্য, ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে কারফিউ বারবার বাড়ানো হচ্ছে, যা পাকিস্তান রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ, দমননীতি এবং অবরোধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায় বলেই ইঙ্গিত দেয়। তাদের দাবি, বর্তমানে নওশকি কার্যত একটি 'উন্মুক্ত কারাগারে' পরিণত হয়েছে, যেখানে শ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্রছাত্রী, রোগী, নারী ও শিশুরাও রাষ্ট্রীয় নীতির শিকার।

বিওয়াইসির অভিযোগ, অবরোধের কারণে মানুষের জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে, চলাচল সীমিত হয়েছে এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সংগঠনটির মতে, মানুষের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা সমষ্টিগত শাস্তির সবচেয়ে গুরুতর রূপ এবং এটি মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে বালোচিস্তানে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক তল্লাশি অভিযান, গণগ্রেফতার এবং জোরপূর্বক নিখোঁজ করার ঘটনায় নওশকির পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। বহু মানুষকে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং একাধিক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন বলে দাবি করেছে সংগঠনটি। তাদের অভিযোগ, জোরপূর্বক নিখোঁজ, সামরিক অবরোধ, কারফিউ এবং সমষ্টিগত শাস্তিসবই একই রাষ্ট্রীয় নীতির বিভিন্ন দিক।

বিওয়াইসি আরও দাবি করেছে, বালোচিস্তানে আইনের শাসন, সংবিধান এবং বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে বলপ্রয়োগ ও দমননীতিই শাসনের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাদের মতে, এই পরিস্থিতি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং জনসমর্থন হারানোর প্রতিফলন।

সংগঠনটি জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, নওশকিসহ বালোচিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি, সামরিক অবরোধ, জোরপূর্বক নিখোঁজ এবং সমষ্টিগত শাস্তির অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত নজর দেওয়া উচিত। পাশাপাশি বালোচ জনগণের জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষায় পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোরও আবেদন জানিয়েছে।

গুজরাতে মাদকবিরোধী যুব অভিযান শুরু, 'বিকশিত ভারত' গঠনে তরুণদের শপথের আহ্বান

গান্ধীনগর, ২ আগস্ট (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে রবিবার দেশজুড়ে শুরু হল 'ড্রাগ-ফ্রি ইউথ ফর বিকশিত ভারত প্লেজ ক্যাম্পেন'। এর রাজ্যস্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গুজরাটের গান্ধীনগরে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি (এনএফএসইউ)-তে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল তরুণদের মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নেওয়ার আহ্বান জানান।

'জেন-জেড অ্যাগেইনস্ট অ্যাডিকশন — ড্রাগ-ফ্রি ইউথ ফর বিকশিত ভারত প্লেজ ক্যাম্পেন' শীর্ষক এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি দেশের যুবসমাজকে উদ্দেশ করে ভাষণ দেন। তিনি মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তুলতে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

গান্ধীনগরের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত যুবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং 'ড্রাগ-ফ্রি ইউথ — বিকশিত ভারত' শপথ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। তাঁদের মতে, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে একটি মাদকমুক্ত প্রজন্ম অপরিহার্য।

আচার্য দেবব্রত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য শুধু উন্নত ভারত নয়, একটি মাদকমুক্ত ভারত গড়ে তোলা। তিনি তরুণদের মাদকাসক্তির পরিবর্তে জল সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা এবং প্রবীণদের সম্মান করার মতো ইতিবাচক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভগৎ সিংয়ের আদর্শের উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের প্রতি তাঁদের আত্মনিবেদন থেকেই বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

নিজের প্রাকৃতিক কৃষি অভিযানের প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জানান, তিনি গুজরাটের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে রাত কাটান এবং 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির আওতায় পঞ্চায়েতের পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণে উৎসাহ দেন। প্রতিটি গাছের দায়িত্ব একটি স্থানীয় পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তিনি আরও জানান, তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে শিক্ষা, মাদকমুক্তি এবং প্রাকৃতিক কৃষি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজও করছেন। রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার ফলে গুজরাটে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮.৫ লক্ষ কৃষক প্রাকৃতিক কৃষি গ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে 'মাই ভারত'-এর এক স্বেচ্ছাসেবকের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, মাদকবিরোধী এই অভিযানকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। তাঁর কথায়, 'মাই ভারত'-এর চেতনা ব্যক্তিস্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত।

দেশব্যাপী এই কর্মসূচিতে ২৬টি রাজ্যের রাজ্যপাল এবং ১১টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অংশ নেন। সারা দেশের যুবক-যুবতীরা মাদকবিরোধী শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে একটি সচেতনতামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং একটি পথনাটকেরও আয়োজন করা হয়।

'মাই ভারত'-এর রাজ্য অধিকর্তা সচিন শর্মা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত যুব, বিকশিত ভারত' ভাবনার অংশ হিসেবে সংস্থাটি ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ২.৫ কোটিরও বেশি যুবকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে গুজরাটেই রয়েছেন ৯ লক্ষের বেশি। তাঁর মতে, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য পূরণে যুবসমাজের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, দায়িত্ববোধ এবং জাতীয় সেবার মানসিকতা গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে প্রায় ১.৪ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে ফেরত পাঠিয়েছে পাকিস্তান: রিপোর্ট

কাবুল, ২ আগস্ট (আইএএনএস): বৈধ বসবাসের নথি না থাকা বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার আফগান নাগরিককে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আফগান সংবাদমাধ্যম খামা প্রেস পাঞ্জাব প্রাদেশিক প্রশাসনের তথ্য উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে।

পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মোট ১,৩৯,৯০২ জন আফগান নাগরিককে আটক করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও ২৪৮ জন আফগান নাগরিককে ৩৯টি আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তাঁদের তোরখাম সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠানো হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বহিষ্কার অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে এই অভিযান আরও জোরদার হয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তানে থাকা বহু আফগান নাগরিক ভিসা নবায়ন এবং বৈধ অবস্থান বজায় রাখতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।

পাকিস্তান সরকারের দাবি, গত তিন বছরে তারা প্রায় ২৬.৬ লক্ষ নথিবিহীন আফগান অভিবাসীকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছে। গত জুলাই মাসে খাইবার পাখতুনখোয়ার চরসাদ্দা শহরে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে ৪০ জন নথিবিহীন আফগান নাগরিককে আটক করে পাকিস্তান পুলিশ।

চরসাদ্দার ডেপুটি কমিশনার আজমতুল্লাহ ওয়াজির জানান, আটক ব্যক্তিদের প্রথমে পেশোয়ারের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদেরও তোরখাম সীমান্ত দিয়ে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে।

জেলা পুলিশ প্রধান রিফাতউল্লাহ খান জানান, চরসাদ্দা থেকে পেশোয়ারের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো নথিবিহীন আফগান নাগরিকের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৩৩-এ পৌঁছেছে। প্রশাসনের দাবি, বৈধ নথি ছাড়া পাকিস্তানে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশ দেয়, ১০ জুলাই থেকে বৈধ ভিসা ছাড়া দেশে বসবাসকারী যে কোনও আফগান নাগরিককে অবিলম্বে আটক করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে পাকিস্তান সরকার আফগান অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান শুরু করে। পরে গত বছরের এপ্রিলে শত-সহস্র আফগান নাগরিকের আবাসিক অনুমতিপত্র বাতিল করে সরকার জানিয়ে দেয়, স্বেচ্ছায় দেশ না ছাড়লে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমঝোতার সম্ভাবনায় আপাতত ইরানে হামলা স্থগিত দাবি ট্রাম্পের; হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার কথাও উল্লেখ

ওয়াশিংটন, ২ আগস্ট (আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র আপাতত ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা স্থগিত রেখেছে। তাঁর দাবি, সম্ভাব্য একটি চুক্তির মৌলিক কাঠামো নিয়ে সমঝোতা হয়েছে এবং সেই চুক্তির অংশ হিসেবে হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া ও ইরানের পরমাণু হুমকির অবসানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযানের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকলেও কূটনৈতিক উদ্যোগকে সুযোগ দিতেই হামলা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি লেখেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা যায়নি এমন সামরিক শক্তি ও সক্ষমতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রয়েছে।'

ট্রাম্পের দাবি, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশ ওয়াশিংটনকে সামরিক পদক্ষেপ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, কারণ সম্ভাব্য একটি চুক্তির মূল কাঠামোতে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রস্তাবিত চুক্তিতে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া এবং ইরানের পরমাণু হুমকির অবসানের বিষয়টি থাকবে। তিনি বলেন, 'বিশ্বের ভবিষ্যৎ এবং একটি সফল ও সমৃদ্ধ ইরানের স্বার্থে আমি হামলা বাতিল করতে রাজি হয়েছি, তবে দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার শর্তে।'

ট্রাম্প আরও দাবি করেন, কূটনৈতিক পথে এগোনোর এই সিদ্ধান্তে ইসরায়েলও সম্মতি জানিয়েছে। তবে তিনি সম্ভাব্য চুক্তির সময়সূচি বা বিস্তারিত সম্পর্কে কিছু জানাননি। একইসঙ্গে ইরান বা ইসরায়েলের পক্ষ থেকেও তাঁর দাবির কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান যতদিন পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর জন্য হুমকি সৃষ্টি করার সক্ষমতা বজায় রাখবে বা পরমাণু অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা চালাবে, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক চাপ অব্যাহত রাখবে। যদিও তিনি স্বীকার করেন, তেহরানের সঙ্গে আলোচনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর আস্থা কমে এসেছে।

ক্যাম্প ডেভিডে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা ওদের ওপর খুব কঠোর আঘাত হানব। একসময় তারা বলবে, আর সহ্য করা সম্ভব নয়।'

ট্রাম্প পুনর্ব্যক্ত করেন, ইরানকে কোনও অবস্থাতেই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে দেওয়া হবে না। তাঁর দাবি, ইরান যদি পরমাণু অস্ত্র পেত, তাহলে এতদিনে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে ইরান বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়লেও দেশটির এখনও সীমিত সামরিক সক্ষমতা রয়েছে।

বিহারে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে পুরসভার নির্বাহী আধিকারিকের মৃত্যু, তদন্ত শুরু

ঔরঙ্গাবাদ, ২ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে আহত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার পর দেহরি-ডালমিয়ানগর পুর পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক বিমল কুমারের মৃত্যু হয়েছে। বারুণ থানার অন্তর্গত ধনৌতি সেতুর কাছে শনিবার রাতে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রোহতাসের জেলাশাসক দীপক কুমার মিশ্র জানান, শনিবার রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ দেহরি পুর পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর ইনকোয়েস্ট সম্পন্ন করে সদর হাসপাতালে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয় এবং ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

যদিও ঘটনাটি ঔরঙ্গাবাদ জেলায় ঘটেছে, তবুও ঔরঙ্গাবাদ ও রোহতাসদুই জেলার পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান জেলাশাসক। তিনি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিশ্র আরও জানান, বিমল কুমারের গাড়িচালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঔরঙ্গাবাদ পুলিশ।

এদিকে, মৃতের ভাই অনিল আগরওয়াল দাবি করেছেন, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং পূর্বপরিকল্পিত খুন। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার সময় বিমল কুমারের সঙ্গে শুধু চালকই ছিলেন, তাই তদন্তে তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত।

উল্লেখ্য, গত মাসেও বিহারের পাটনা জেলার বিহটা থানার অন্তর্গত রঘোপুর গ্রামে একটি নলকূপের কাছে প্রাক্তন রাহু পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় কুমার যাদবের দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনাতেও পরিবারের সদস্যরা খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন এবং প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। পুলিশ ওই ঘটনারও তদন্ত শুরু করেছিল।

বারামুলায় যৌথ বাহিনীর জালে জঙ্গিদের ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুলা জেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে এক জঙ্গি-সহযোগী বা ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে (ওজিডব্লিউ) গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, গুলি, মোবাইল ফোন এবং একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে বারামুলার নারভাও এলাকার জান্দফারান-গোরিওয়ান ক্রসিংয়ে ৪৬ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, বারামুলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি), সিআরপিএফের ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের যৌথ উদ্যোগে একটি নাকা (চেকপোস্ট) বসানো হয়েছিল।তল্লাশির সময় গোরিওয়ান দিক থেকে আসা এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি চেকপোস্ট দেখে পালানোর চেষ্টা করলে নিরাপত্তারক্ষীরা ধাওয়া করে ঘটনাস্থলেই তাকে আটক করেন।

তল্লাশিতে তার কাছ থেকে একটি ছদ্মবেশী এমপি-৫ ধরনের পিস্তল, ৯ মিমি ক্যালিবারের ১০ রাউন্ড তাজা গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন, একটি মোবাইল ফোন এবং একটি কালো ব্যাকপ্যাক উদ্ধার হয়।

ধৃতের পরিচয় আইজাজ আহমেদ গনি হিসেবে জানা গিয়েছে। তিনি বারামুলার শেরি এলাকার নাম্বলান গ্রামের বাসিন্দা এবং প্রয়াত মহম্মদ সুলতান গনির ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে শেরি থানায় এফআইআর নং ৩৭/২০২৬ দায়ের করে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অন্যান্য কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার (ওজিডব্লিউ) বলতে এমন অসামরিক ব্যক্তিদের বোঝায়, যারা জঙ্গি সংগঠনগুলিকে গোপনে আশ্রয়, খাবার, যাতায়াত, অস্ত্র পরিবহণ, অর্থের জোগান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, সরাসরি অস্ত্র হাতে না নিলেও এই ওজিডব্লিউরাই জঙ্গি নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রধান ভরসা।সাম্প্রতিক সময়ে উপত্যকায় অ-স্থানীয় শ্রমিক এবং এক পুলিশ হেড কনস্টেবলকে হত্যার ঘটনার পর জঙ্গিদের সহযোগীদের খুঁজে বের করতে কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২,০০০ সন্দেহভাজন ওজিডব্লিউকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে কল্যাণ সমিতি ক্লাব 'বার পূজা'র আয়োজন করে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাসন, জং ধরবে না একটু ভালো ভাবে পরিষ্কার করলে

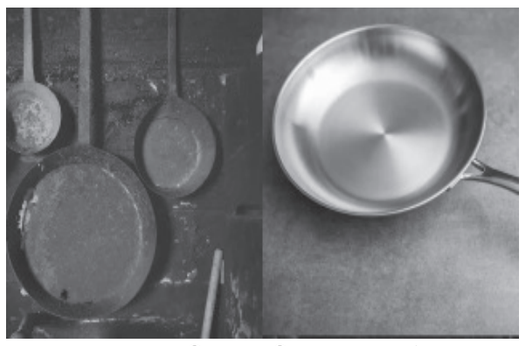

বাসনপত্রের জং বা মরচে নিয়ে অনেকেরই চিন্তার শেষ নেই! বিশেষ করে প্রিয় লোহার কড়াই কিংবা ছুরিটা যদি কয়েক দিনেই লালচে হয়ে নষ্ট হতে শুরু করে, তখন কার না মন খারাপ হয়? অনেকে তো ভেবেই নেন বাসনের মেয়াদ শেষ, কিংবা বাজারে ছোটেন দামি দামি কড়া কেমিক্যাল কিনতে। কিন্তু দাঁড়ান! অতিরিক্ত টাকা খরচ করার একেবারেই কোনও দরকার নেই। রান্নাঘরে রোজ ফেলে দেওয়া দুটি সাধারণ জিনিসের জাদুতেই কিন্তু এই মুশকিল আসান হতে পারে! ভাবছেন তো, সামান্য জিনিস কীভাবে এত কড়া জং তুলে দেবে? এর পেছনে রয়েছে দারুণ এক বিজ্ঞানের খেলা! প্রথম উপাদানটি গুঁড়ো মিহি দানার মতো হওয়ায় বাসনের ওপর কোনও আঁচড় না ফেলেই জং ধরা স্তরকে হালকা করে ঘষে আলগা করে দেয়। আর তার সঙ্গে জুড়ি মেলায় সবজির খোসা। এই খোসার মধ্যে থাকে 'অক্সালিক অ্যাসিড নামের একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এই অ্যাসিডই হল জং-এর আসল শত্রু! এটি লোহা থেকে মরচেকে নিমেষে গলিয়ে আলাদা করে দেয়।

মরচে দূর করতে কী কী করবেন?

প্রথমেই জং ধরা জায়গায় ভালোভাবে কিছুটা বেকিং সোডা ছড়িয়ে দিন। এবার সেই জায়গার ওপর টাটকা আলুর খোসা চেপে বসিয়ে দিতে হবে। ছোট কোনও ছুরি হলে সরাসরি আলু কেটে তার ভেতরেই গেঁথে রেখে দেওয়া যায়। এবার আর কিছু করার দরকার নেই! পুরো রাত জিনিসটা ওইভাবেই ছেড়ে দিন। এই সময়টায় অ্যাসিড নিজের কাজ করে জংকে একদম আলগা করে ফেলবে। সকালে উঠেই খেল খতম! কলের জলের নিচে স্ক্রাবার দিয়ে সামান্য একটু ঘষে ধুয়ে ফেললেই দেখবেন বাসন একেবারে আয়নার মতো চমকাচ্ছে! জং খুব পুরনো হলে পরপর দুদিন করুন এই কাজ।

বাসন জং-মুক্ত রাখবেন কীভাবে?

জং তো না হয় উঠল, কিন্তু তা যেন আবার ফিরে না আসে, তার জন্য কী করবেন? লোহার বাসনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো জল বা আর্দ্রতা। তাই ধোয়ার পরেই ফেলে না রেখে শুকনো নরম কাপড় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জল মুছে নিতে হবে। এরপর বাসনের গায়ে সামান্য রান্নার তেল মাখিয়ে কোনও শুকনো জায়গায় রেখে দিলে বাসনে আর কখনওই মরচে ধরবে না।

সাদা ভাত খেলেই ওজন বাড়ে

সাদা ভাত ছাড়া অনেকেরই দুপুরের খাওয়া ঠিক জমে ওঠে না। এক থালা গরম ভাত আর সঙ্গে একটু ডাল বা তরকারি হলে পেট ও মন, দুটোই বেশ শান্ত হয়। কিন্তু ইদানীং ওজন বা মেদ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই থালা থেকে ভাত একেবারে ছেঁটে ফেলছেন। অনেকেই বলেন, বেশি সাদা ভাত নাকি তাড়াতাড়ি মোটা করে দেয়! কিন্তু এই কথাটা কতটা সত্যি? সত্যি কি ভাতের জন্যই মেদ বাড়ে, নাকি ভুলটা অন্য কোনও জায়গায়? আসল সত্যিটা ঠিক কী?

কৈলাশ দীপক হাসপাতালের

খাদ্যবিশেষজ্ঞ (কন্সালট্যান্ট ডায়েটিশিয়ান) পায়েল দত্তের মতে, শুধু সাদা ভাত খেলেই কিন্তু কারও ওজন হু হু করে বেড়ে যায় না। মানুষ মোটা হয় তখনই, যখন সারাদিনে শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্যালোরি ঢোকে। সহজ কথায়, আপনি কতটা খাচ্ছেন আর সারাদিনে কতটা পরিশ্রম করছেন, সেটার ওপরই ওজন বাড়ে বা কমে। তাই কেবল ভাতকে দোষ দেওয়া একেবারে ভুল।

ভাত হলো কার্বোহাইড্রেটের দুর্দান্ত উৎস, যা আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়। তবে হ্যাঁ, লাল চাল বা ব্রাউন রাইসের তুলনায় সাদা ভাতে ফাইবারের পরিমাণ একটু কম থাকে। কারণ প্রক্রিয়াকরণের সময় চালের ছাল বা ওপরের অংশ বাদ পড়ে যায়। ফাইবার কম থাকার ফলে সাদা ভাত খাওয়ার পর পেট হয়তো দ্রুত খালি হয়ে যেতে পারে এবং আবার খিদে পেতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে ভাত খাওয়া একবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

গবেষণা কী বলছে?

বিজ্ঞান বা গবেষণার দিকে তাকালেও কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও একতরফা উত্তর মেলেনি। কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অনেকটা পরিমাণে সাদা ভাত খেলে ওজন বাড়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। আবার অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরিমাণ মতো ভাত খেলে ওজনের ওপর তেমন কোনও খারাপ প্রভাব পড়ে না। তাই ভাত খাওয়া মানেই মোটা হয়ে যাওয়া, এই ধারণার পেছনে পুরোপুরি জোরালো কোনও প্রমাণ নেই।

খাওয়ার নিয়মে পরিবর্তন আনুন

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে আসল খেলাটা লুকিয়ে আছে আপনি সারাদিন কী কী খাচ্ছেন তার ওপর। ভাতের সঙ্গে যদি আপনি ডাল, তাজা শাকসবজি, দই, ডিম, মাছ বা মুরগির মাংস রাখেন, তবে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকবে। কারণ শাকসবজি ও ডাল থেকে ফাইবার আর ডিম-মাছ থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়। এতে শরীরের রক্তের শর্করাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর একটা ছোট টিপস, ভাত সবসময় ভেজে বা ফ্রাইড রাইস বানিয়ে না খেয়ে, জলে ফুটিয়ে সেদ্ধ করে খাওয়া সবচেয়ে ভালো। এতে ভাতের বাড়তি মাড় বা স্টার্চ অনেকটাই বাদ চলে যায়। তাই ভাত দেখে আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই। প্রতিদিনের থালায় ভাতের পরিমাণ ঠিক রাখুন, পুষ্টিকর খাবার সঙ্গে রাখুন আর সারাদিনে একটু হাঁটাচলা বা শারীরিক পরিশ্রম করুন। এক বাটি গরম ভাত খেয়েও আপনি সুন্দর ও সুস্থ থাকতে পারেন!

গাছ ফুলে-ফলে ভরে উঠবে! কলার খোসা গাছের গোড়ায় কীভাবে দিলে

পুষ্টিতে ভরপুর কলা যেমন শরীরের শক্তি বাড়াতে দারুণ কাজ করে, তেমনই এর খোসাটি রূপ বদলে দিতে পারে আপনার প্রিয় বাগানের। তবে অনেকেই খোসা ছাড়িয়ে সোজা ফেলে দেন আবর্জনায়। আর যারা একটু সচেতন, তারা কলার খোসা সরাসরি গাছের গোড়ায় বা টবে দিয়ে দেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, গাছের মাটিতে কলার খোসা দেওয়ার আগে যদি তা কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে জমিয়ে নেওয়া যায়, তবে তার গুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ?

আজকাল পরিবেশবান্ধব ও প্রাকৃতিক উপায়ে বাগান করার ঝোঁক বাড়ছে সর্বত্র। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলার খোসা ফেলে না দিয়ে ফ্রিজে জমিয়ে রাখাই হল মাটি উর্বর করার সবচেয়ে স্মার্ট উপায়। ফ্রিজের অতি ঠান্ডা আবহাওয়া কলার খোসার ভেতরের প্রাকৃতিক সব পুষ্টিগুণ এক নিমেষে আটকে ফেলে। এর ফলে খোসা নষ্ট হয় না এবং এর সব ভালো উপাদান পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকে।

শুধু পুষ্টি জোগানোই নয়, এই ঠান্ডা কিন্তু খোসার গড়নও বদলে দেয়। ফ্রিজ থেকে বের করার পর বরফজমা খোসা খুব সহজে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেওয়া যায়। ফলে এটি টবের মাটির সঙ্গে মেশানো অনেকটাই সহজ হয়ে ওঠে, যা সাধারণ কাঁচা খোসার ক্ষেত্রে বেশ ঝামেলার হয়।

তবে শুধু কলার খোসা নয়। এর সঙ্গে আরও দুটো সহজ ঘরোয়া উপাদান মেশালে তৈরি হয় দুর্দান্ত এক জৈব সার। ডিমের খোসা গুঁড়ো করে এবং কফির গুঁড়ো কলার খোসার টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল একশো শতাংশ খাঁটি প্রাকৃতিক সার। এই মিশ্রণ মাটির গঠন উন্নত করে এবং ইন্ডোর বা আউটডোর, যেকোনও গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে জাদুকরী ভূমিকা নেয়।

আর অন্যদিকে, ফল হিসেবে কলা তো এমনিতেই দুর্দান্ত! ভিটামিন বি এবং পটাশিয়ামে ভরপুর কলা প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। পুডিং তৈরি হোক বা ফলের স্যালাড, যেকোনওভাবেই এটি সহজেই খাওয়া যায়। তাই এবার থেকে কলা খাওয়ার পর খোসাটি ফেলে না দিয়ে সোজা চালান করে দিন ডিপ ফ্রিজে। অল্প এই পরিশ্রমে আপনার বাগানের গাছগুলো পাবে এক নতুন জীবন আর মাটির স্বাস্থ্যও থাকবে একবারে পাকা।

জানেন হোটেলে ঠিক বিছানার সোজাসুজি কেন আয়না রাখা হয়

দেশ কিংবা বিদেশের যে কোনও হোটেলেই পা রাখুন না কেন, একটা বিষয় প্রায়শই নজর কাড়ে, বিছানার ঠিক সামনের দেয়ালেই ঝুলছে বিশালাকার এক আয়না। বিলাসবহুল রিসর্ট থেকে শুরু করে পকেটবান্ধব বাজেট হোটেল, প্রায় সর্বত্রই ঘরের এই ছবি দেখা যায়। এর পেছনে রয়েছে অত্যন্ত চতুর ও সুপরিকল্পিত ইন্টেরিয়র ডিজাইনের রহস্য।

ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের মতে, হোটেলের ঘরে এই নির্দিষ্ট স্থানে আয়না রাখার মূল উদ্দেশ্য হল জানলা দিয়ে আসা প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার করা। ঘরের বাইরের আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে পুরো ঘরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা কৃত্রিম লাইটের ব্যবহার ছাড়াই ঘরকে মুহূর্তে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। এর ফলে অতিথিরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এক ধরনের উষ্ণ ও আমন্ত্রক পরিবেশ অনুভব করতে পারেন।

ছোট বা মাঝারি আয়তনের হোটেল রুমকে চোখের পলকে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বড় দেখানোর জন্য এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। আয়নায় ঘরের চারপাশের আসবাব ও সাজসজ্জার প্রতিফলন ঘটে, যা ঘরে এক বিভ্রান্তি বা "ইল্যুশন অফ স্পেস" তৈরি করে। ফলে কম জায়গায় থাকা সত্ত্বেও অতিথিদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঘরটি একেবারেই দমবন্ধ বা ছোট মনে হয় না, বরং বেশ প্রশস্ত অনুভূতি দেয়।

অনেক সময়েই হোটেলের বেডরুমের সোজাসুজি ড্রেসিং টেবিল বা ওয়ার্ক ডেস্ক রাখা থাকে, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে এই আয়নাটি। সকালে ঘুম থেকে উঠে বা কোথাও বেরোনোর আগে পোশাক ও রূপচর্চা সারতে বিছানার কাছাকাছি আয়না থাকা অত্যন্ত সুবিধাজনক। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য ও হাতের কাছে সব সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমন লেআউট বা নকশা তৈরি করা হয়।

তবে বাস্তুশাস্ত্র কিংবা প্রাচীন চিনা ফেং শুই নিয়ম অনুযায়ী, বিছানার ঠিক সামনে আয়না রাখা কিন্তু একেবারেই শুভ বলে মনে করা হয় না। ফেং শুই বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমের সময়ে শরীরের দিকে আয়না মুখ করে থাকলে তা মানুষের নেতিবাচক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে গভীর ও শান্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও গভীর রাতে এমন আয়নার উপস্থিতি মাঝে মাঝে কিছুটা ভয়ের বা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। হঠাৎ করে মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে বা আবছা আলোয় আয়নায় নিজেরই ছায়া ও নাড়াচাড়া দেখলে মানুষ চমকে উঠতে পারেন। এই সাময়িক বিভ্রান্তি বা উদ্বেগ অনেক সময়েই অতিথিদের রাতের মানসিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়, যা ডিজাইনের ভালো দিক সত্ত্বেও একটি বড় নেতিবাচক দিক। হোটেল কর্তৃপক্ষ সবসময়ই তাদের সীমিত জায়গায় সর্বাধিক নান্দনিকতা ও কার্যকারিতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। দেয়ালের একটি আয়না ঘরের সামগ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সিলিং এবং আসবাবের নকশাকে নতুন মাত্রা দেয়। তবে অনেক আধুনিক ও হাই-এন্ড হোটেল এখন অতিথিদের এই মনস্তাত্ত্বিক অস্বস্তির কথা মাথায় রেখে আয়নায় পর্দা দেওয়ার বা স্লাইডিং আয়না ব্যবহারের বিশেষ বন্দোবস্ত রাখছে। মূলত প্রাকৃতিক আলোর সঠিক ব্যবহার, ঘরের স্থানকে দৃশ্যত বড় দেখানো এবং নান্দনিক আবেদন বাড়ানোই হল এই ডিজাইনের প্রধান কারণ। সংস্কৃতি, ফেং শুই বিশ্বাস বা ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর ভিত্তি করে এই অভিজ্ঞতার পার্থক্য ঘটতেই পারে। তাই পরবর্তী সময়ে হোটেলে উঠে আয়নাটি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ আপনার স্বল্পকালীন থাকার অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক করতেই এই ছোট কৌশলটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

কচুর কোর্মা

মাছ, মাংস কিংবা পনির, ছুটির দিন হোক বা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে খাবার পাতে সাধারণত এই সমস্ত খাবারই জায়গা পায়। কিন্তু রবিবারের দুপুরে যদি ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে পাতে পড়ে কচুর কোর্মা? প্রথম পাতেই মন জয় হয়ে যাবে সবার! অনেকে হয়তো বলবেন কচু খেলে তো গলা চুলকায়! কিন্তু রান্না যদি করেন সঠিক নিয়মে, তবে চিকেন মটন কষাও তার স্বাদের কাছে হার মানবে। গলাও চুলকাবে না।

নিউট্রিশনিস্ট ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কচুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ফাইবার। যারা রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি দারুণ এক পথ্য। আর গলা চুলকানোর ভয়? তার সমাধানও খুব সহজ। রান্নার সময় সামান্য লেবুর রস বা টক দই ব্যবহার করলেই চুলকানোর ভয় পুরোপুরি কেটে যায়।

কচুর কোর্মা বানাতে কী কী লাগবে? প্রধান উপকরণ: শোলা কচু ৫০০ গ্রাম (খোসা ছাড়িয়ে আধ ইঞ্চি গোল চাকা করে কাটা), পেঁয়াজ কুচি বা বাটা আধ কাপ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ। মশলা ও ফোড়ন: তেজপাতা ২টো, হলুদ গুঁড়ো আধ চা-চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরে গুঁড়ো আধ চা-চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো এক-তৃতীয়াংশ চা-চামচ। গ্রেভির আসল স্বাদ: টক দই ২ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেলের দুধ ২ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১/৪ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ৪-৫টি। অন্যান্য: রান্না করার জন্য তেল, ঘি, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

রান্নার সহজ ধাপ: ১) প্রথমে কেটে রাখা কচুর টুকরোগুলো নুন ও সামান্য হলুদ দিয়ে জলে আধ সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। ২) কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে কচুর টুকরোগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার কড়াইয়ে বাকি তেল ও ঘি গরম করে তেজপাতা ফোড়ন দিন। ৩) একে একে পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন বাটা এবং সব গুঁড়ো মশলা সামান্য জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। ৪) মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ফেটিয়ে রাখা টক দই ও কাজুবাদাম বাটা দিয়ে দিন। এরপর ভেজে রাখা কচুগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিন। ৫) এবার দিয়ে দিন নারকেলের দুধ, পরিমাণমতো নুন, চিনি ও কাঁচা লঙ্কা। কড়াই ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে ১০ থেকে ১২ মিনিট ফুটতে দিন। ঝোল ঘন হয়ে এলে ওপর থেকে সুগন্ধি গরম মশলা, এক চামচ ঘি আর মুচমুচে পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নিরামিষ কচুর কোর্মা!

ইলিশের গন্ধ, স্বাদ নষ্ট হবে না এইভাবে ঢুকিয়ে দিন ফ্রিজে

মাছ শুধু সুস্বাদুই নয়, এটি প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং নানা খনিজ উপাদানে ভরপুর। কিন্তু রোজ বাজারে গিয়ে তাজা মাছ কেনা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে মাছ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হয়, বিশেষত বর্ষায় বাজারে কম দামে ইলিশ পেলেই অনেক দিন ধরে ফ্রিজে রেখে খেতে চান অনেকেই। তবে নষ্ট হওয়ার আগেই জেনে নেওয়া দরকার এটি কতদিন পর্যন্ত তাজা থাকে। ফ্রিজে মাছ রাখার আগে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভালো করে মুড়ে ভিতরের সম্পূর্ণ বাতাস বের করে দিতে হবে। এরপর ব্যাগটি বরফ ভর্তি পাত্রে রেখে দুই দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক ফ্রিজে রাখা সম্ভব। বাতাস মুক্ত করে না রাখলে মাছের গুণমান এবং নিজস্ব স্বাদ দ্রুত নষ্ট হতে শুরু করে। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এফডিএ-র মতে, তাজা মাছ, চিংড়ি কিংবা স্কুইড ফ্রিজে মাত্র এক থেকে দুই দিন রাখা নিরাপদ। তবে স্যামন বা ট্রাউটের মতো মাছ তিন থেকে পাঁচ দিন ভালো থাকে। অন্যদিকে ম্যাকারেল বা সার্ডিনের মতো তৈলাক্ত মাছ তিন দিনের মধ্যে রান্না করে ফেলা ভালো।

দীর্ঘদিন রাখতে চাইলে মাছ আর্দ্রতারোধী ফ্রিজার পেপার বা ফয়েল পেপারে ভালোভাবে পেঁচিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে। সঠিক উপায়ে হিমায়িত করলে মাছের প্রোটিন এবং ভিটামিনের মতো পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় না। তবে একবার বরফ গলে গেলে সেই মাছ ফের ফ্রিজে জমানো একেবারেই উচিত নয়।

বাজার থেকে ভালো ও তাজা মাছ কেনা অত্যন্ত জরুরি, কারণ ভালো মাছের টুকরো সবসময় উজ্জ্বল দেখায়। অতিরিক্ত ধূসর বা শুষ্ক মাছ কেনা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। এ ছাড়া রান্না করা মাছ যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে তা হিমাঙ্কের তাপমাত্রায় মাত্র দুই থেকে তিন দিন ভালো থাকে। ছোট বা কুচো মাছ ফ্রিজে না রেখে তাজা থাকতেই রান্না করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ, এতে স্বাদ বজায় থাকে। তবে বড় মাছের ক্ষেত্রে নুন ও হলুদ মাখিয়ে ধুয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর কিছুটা লেবুর রস মাখিয়ে ফ্রিজে রাখলে তা অনেক দিন পর্যন্ত তাজা ও গন্ধমুক্ত থাকে। সামুদ্রিক মাছ বেশি দিন সংরক্ষণ করতে চাইলে বড় টুকরো করে কাটতে হবে। এরপর এয়ার টাইট বক্সে জল ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে বরফের আস্তরণ মাছকে তাজা রাখে। অন্য দিকে ইলিশ মাছ ফ্রিজে রাখার আগে জল দিয়ে একেবারেই ধোয়া যাবে না।

ইলিশের তেলতেলে ভাব ও গন্ধ ধরে রাখতে আস্ত মাছ শুকনো টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে। রক্ত বা ময়লা পরিষ্কার করে বাতাস না ঢোকার মতো পলিথিন বা বক্সে মুখ বন্ধ করতে হবে। এরপর ডিপ ফ্রিজের মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখলে ইলিশ মাছ অনেক দিন ভালো থাকে।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন মুচমুচে সাবুর পাঁপড়

বিকেলের এক কাপ চা হোক কিংবা দুপুরের পাতের মুচমুচে শেষ পাতে পাঁপড় ভাজাবাঙালির পাঁপড়প্রীতি নতুন কিছু নয়। তবে বাজার থেকে কেনা কেমিক্যাল ও অতিরিক্ত সোডা যুক্ত পাঁপড়ের চেয়ে ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবারের আমেজই আলাদা। আর তা যদি হয় সাবুদানার তৈরি হালকা ও মুচমুচে পাঁপড়, তবে তো কথাই নেই! ব্রত বা উপবাসের দিনগুলিতে কিংবা দৈনন্দিন স্ন্যাক্স হিসেবে সাবুর পাঁপড় অত্যন্ত জনপ্রিয়।

যা যা লাগবে—

ছোট বা মাঝারি দানার সাবু: ১ কাপ জল: ৫ থেকে ৬ কাপ জিরে (কাঁচা বা হালকা ভাজা): ১ চা চামচ বিট নুন বা সাধারণ নুন: স্বাদমতো কাঁচা লঙ্কা কুচি বা গুঁড়ো লঙ্কা (ঐচ্ছিক): স্বাদ অনুযায়ী ধনেপাতা কুচি (ঐচ্ছিক): ১ টেবিল চামচ সাদা তেল: সামান্য (থালায় বা প্লাস্টিকে ব্রাশ করার জন্য)

তৈরি করুন এভাবে

সবচেয়ে আগে সাবুদানা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পর্যাপ্ত জলে অন্তত ৪-৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। সাবু সম্পূর্ণ নরম হয়ে ফুল উঠেছে কি না, তা হাত দিয়ে চেপে দেখে নিন। একটি পাত্রে ৫-৬ কাপ জল গরম বসান। জল ফুটতে শুরু করলে ভেজানো সাবুদানা ও স্বাদমতো নুন দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন যাতে তলায় লেগে না যায়। সাবুর দানাগুলো কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে এলে এবং মিশ্রণটি কিছুটা ঘন হয়ে ফুটতে শুরু করলে নামিয়ে নিন। উনুন থেকে

পাত্রটি নামিয়ে মিশ্রণটি হালকা ঠান্ডা হতে দিন। এবার এতে গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা কুচি এবং ধনেপাতা মেশান। (গরম অবস্থায় জিরে দিলে পাঁপড়ের রঙ কালচে হয়ে যেতে পারে, তাই সামান্য ঠান্ডা হলে জিরে মেশানোই শ্রেয়)। একটি বড় রোদে রাখা চাদর, প্লাস্টিক শিট বা থালার ওপর সামান্য তেল মাখিয়ে নিন। এবার বড় চামচে করে সাবুর মিশ্রণ তুলে প্লাস্টিক বা থালার ওপর গোল গোল করে ছড়িয়ে দিন। মনে রাখবেন, মিশ্রণ যেন খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি মোটা না হয়। কড়া রোদে অন্তত ২ থেকে ৩ দিন পাঁপড়গুলো ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। একদিন পর পাঁপড়গুলো উল্টে দিন যাতে দুই দিকই ভালোভাবে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ব্যস, তৈরি আপনার সাবুর পাঁপড়।

অতিরিক্ত ভিড় ও আইনি জটিলতায় সংকটে বাংলাদেশের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি, ঝুঁকিতে অপ্রাপ্তবয়স্করা: রিপোর্ট

ঢাকা, ১ আগস্ট (আইএএনএস): অতিরিক্ত ভিড়, দীর্ঘসূত্রিতার বিচারপ্রক্রিয়া এবং পরিকাঠামোগত ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি (চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার) গুরুতর মানবিক সংকটের মুখে পড়েছে। ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি আবাসিককে রাখতে হওয়ায় শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

প্রেসেঞ্জা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তীব্র গরম, গাদাগাদি করে থাকার পরিস্থিতি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের অমানবিক কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। পাশাপাশি শিশু-সংক্রান্ত আইনের ফাঁকফোকর এবং বয়স নির্ধারণের জটিলতার কারণে এসব কেন্দ্রে প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণদের উপস্থিতিও বাড়ছে, যা অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিরাপত্তা এবং মানসিক বিকাশের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে।

বাংলাদেশের আইন কমিশনের প্রকাশিত 'শিশু আইন, ২০১৩: সন্দেহ, অসঙ্গতি এবং বিভ্রান্তি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, গাজীপুর ও যশোরে অবস্থিত ছেলেদের দুটি প্রধান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুমোদিত ধারণক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি আবাসিক রাখা হচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজীপুর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সরকারি ধারণক্ষমতা ৩০০ হলেও পরিকাঠামোগতভাবে সেখানে ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে সেখানে ৫৭৮ জন শিশু ও তরুণ রয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, আবাসিকের সংখ্যা প্রায় ৭৮০-এ পৌঁছেছে। প্রাক্তন আবাসিকদের দাবি, ১০ জনের জন্য নির্ধারিত কক্ষে নিয়মিত ১৫ থেকে ২০ জনকে রাখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩০০ জনের ধারণক্ষমতার বিপরীতে বর্তমানে ২৯৫ জন রয়েছে। তবে সেখানে ৬৯ জন আবাসিকের সরকারি নথিতে বয়সের কোনও তথ্যই নেই।

বাংলাদেশের একমাত্র মেয়েদের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র গাজীপুরে ১৫০ জনের ধারণক্ষমতার বিপরীতে বর্তমানে ৯২ জন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫৬ জন আইনের সংস্পর্শে আসা বা আইনি মামলায় জড়িত শিশু।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গরমের সময় এমন গাদাগাদি পরিবেশে বসবাস শিশুদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে এবং তাদের সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করছে।

আইন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই কেন্দ্রগুলিতে অন্তত ৭০ জন আবাসিকের বয়স ইতিমধ্যেই ১৮ বছরের বেশি। এর মধ্যে গাজীপুরের ছেলেদের কেন্দ্রে ৫৩ জন, যশোরে ১৬ জন এবং গাজীপুরের মেয়েদের কেন্দ্রে একজন রয়েছেন। এছাড়া গাজীপুরের ছেলেদের কেন্দ্রে ৯১ জন আবাসিকের বয়সের কোনও নথিভুক্ত তথ্য নেই এবং ১৯ থেকে ২০ বছর বয়সি তরুণদেরও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে একই কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মীদের মতে, এই সংকট মোকাবিলায় শুধু পরিকাঠামো সম্প্রসারণই নয়, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরি।

PUBLIC ADVISORY

The Drugs Control Administration, Government of Tripura, hereby informs all licence holders. under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules framed thereunder that the Online National Drugs Licensing System (ONDLS) Portal has been operational in the State since May 2024. However, it has been observed that a considerable number of licensed establishments are yet to complete their registration on the ONDLS Portal.

In order to facilitate the seamless delivery of online licensing services and ensure regulatory compliance, all licence holders are advised to complete their registration on the ONDLS Portal within one month from the date of issuance of this Public Advisory.

The ONDLS Portal can be accessed through the following link: https://statedrugs.gov.in/SFDA/Homepage

In case of any difficulty during the registration process or for any clarification, stakeholders may contact the Inspecting Officer (Drugs) posted at the Office of the Chief Medical Officer (CMO) of the respective district or the Office of the Deputy Drugs Controller, Government of Tripura, for necessary guidance and assistance.

All licence holders are requested to treat this matter as most urgent and ensure timely compliance to avoid any inconver ence in availing online licensing service.

(Shri Subrata Das)
I/C, Deputy Drugs Controller &
Licensing Authority, Government of Tripura, Agartala.

ICA/D-693/26

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রাক্তন সাংসদ অশোক সিদ্ধার্থকে ফের বহিষ্কার করলেন মায়াবতী

লখনউ, ২ আগস্ট (আইএএনএস): দলবিরোধী কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী রবিবার প্রাক্তন সাংসদ অশোক সিদ্ধার্থকে দ্বিতীয়বারের মতো দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। একই সঙ্গে দলের প্রবীণ নেতা রণধীর সিং বেনিওয়ালকেও অবিলম্বে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মায়াবতী জানান, গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দলের নির্দেশিকা লঙ্ঘনের কারণে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অশোক সিদ্ধার্থ হলেন মায়াবতীর ভাইপো তথা বিএসপির জাতীয় আহ্বায়ক আকাশ আনন্দের শ্বশুর। গত বছর আকাশ আনন্দকে জাতীয় আহ্বায়কের দায়িত্ব দিয়ে কার্যত দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতৃত্বে তুলে এনেছিলেন মায়াবতী।

মায়াবতী জানান, এর আগেও দলীয় টিকিট বণ্টিতে অনিয়ম এবং মহারাষ্ট্রে নির্বাচনের সময় রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সমন্বয় না রাখার অভিযোগে অশোক সিদ্ধার্থকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হলেও উত্তরপ্রদেশে নয়, অন্য রাজ্যে সংগঠন সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আবারও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় এবার তাঁকে ভবিষ্যতে কোনও অবস্থাতেই দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন বিএসপি প্রধান।

এদিকে, রাজ্যসভার সাংসদ রামজি গৌতমকে পুনরায় পাঞ্জাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন এবং পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত ওই দায়িত্ব পালন করবেন। মায়াবতী আরও জানান, দলের বর্তমান নীতি অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের যে কোনও জ্যেষ্ঠ পদাধিকারী বা সমন্বয়কারী যদি বর্তমানে অন্য রাজ্যে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন, তবে তাঁকে উত্তরপ্রদেশে কোনও দলীয় দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আবেদন জানিয়ে বলেন, উত্তরপ্রদেশে বিএসপি সরকার গঠনের লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে এমন 'ষড়যন্ত্রকারী ও দুষ্টচক্রের' বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, শনিবারই মায়াবতী স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে দলের সমস্ত প্রার্থী চূড়ান্ত করবেন তিনি নিজেই, তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দ নন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যে, বিএসপির সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখনও তাঁর হাতেই রয়েছে।

প্রদেশ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি তিনি সেই কাজ করলে তাতে কোনও রাজনৈতিক সমস্যা নেই। তবে এই সিদ্ধান্তের পেছনে দলীয় অসন্তোষ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে এড়িয়ে যান তিনি। নবেন্দু ভট্টাচার্য জানান, রেবতী ত্রিপুরা এখনও দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যদিও সেই দায়িত্বের বিস্তারিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জনকারী ত্রিপুরার অস্মিতা দে-র উত্তরপ্রদেশে চাকরি পাওয়ার বিষয়েও প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ত্রিপুরার বহু যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন, তাই অস্মিতার উত্তরপ্রদেশে চাকরি পাওয়াও স্বাভাবিক বিষয়। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময় ত্রিপুরায় ক্রীড়া পরিকাঠামো ও খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হতো না। বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে এবং খেলোয়াড়দের আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অফিস সম্পাদক মিহির সরকার এবং দলের মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

শেষ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় আট মাস আগে রাস্তাটির সিসি রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিছু অংশের কাজ সম্পন্ন হলেও এরপর হঠাৎ করেই নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কাজ পুনরায় শুরু না হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা সংবাদমাধ্যমকে জানান, অসমাপ্ত রাস্তার কারণে প্রতিদিন যাতায়াতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে কাদা ও জল জমে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ এবং রোগী পরিবহনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর দাবি, কেন নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে, তা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্পষ্ট করুক। একই সঙ্গে দ্রুত কাজ পুনরায় শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিসি রোড নির্মাণ সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। তবে নির্মাণকাজ বন্ধ থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর আশা, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

রবিবার দুপুরে রান্নার কাজ শেষ করে রাঁধুনিরা বাড়ি ফেরার সময় ছাত্রীরা তাদের ব্যাগ তল্লাশির দাবি জানান। এসময় একজন মহিলা রাঁধুনি ঘটনাস্থল থেকে চলে যান বলে অভিযোগ। বাকি তিনজনকে ছাত্রীরা আটকে রেখে তাদের ব্যাগ পরীক্ষা করেন।

ছাত্রীরা দাবি করেন, ব্যাগ থেকে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, কাঁচা সবজি, কাঁচা মাংস এবং রান্না করা মাংস উদ্ধার হয়। ঘটনার পর আবাসিক ছাত্রীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী আত্মসাৎ করা হচ্ছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান তারা। পাশাপাশি, অভিযুক্ত মহিলা পাচকদের অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অপসারণেরও দাবি তোলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। হোস্টেল থেকে খাবার চুরির অভিযোগে পুলিশ আটক করে নিয়ে আসে মহিলা কর্মীদের। ঘটনায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে।

সংকল্পযাত্রা

● প্রথম পাতার পর

মান-সম্মানের ভয়ে বিষয়টি লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। বরং বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের সাহায্য নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তিনি বলেন, "অভিভাবকরা যদি একটু সচেতন হন, তাহলে অনেক লক্ষণই বুঝতে পারবেন। আচরণে পরিবর্তন, সবসময় অন্যমনস্ক থাকা, মুখ লুকিয়ে চলা, ঘরে নিজেকে আটকে রাখা, গভীর রাতে বাড়ি ফেরা বা অযথা বেশি টাকা চাওয়াএসবই সতর্ক সংকেত হতে পারে।"

এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিক্ষকদের প্রতিও আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু পাঠদান নয়, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করা উচিত।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ভ্রযদুর্ব্যবহার করেন এবং কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে যেতে বলেন। ওই যুবকদের দাবি, পুলিশকর্মী তখন মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। যুবকদের অভিযোগ, ঘটনার সময় তাঁরা মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও ধারণ করেন। পরে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে দাবি করেন ওই যুবকরা। ঘটনার পর থেকেই ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম এই পবিত্র তীর্থস্থানে দায়িত্ব পালনরত কোনো পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। তাঁদের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা হোক এবং অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এখন প্রশাসনের তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

চোর

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে, চোরের দল গাড়িটি রাবার বাগানে রেখে ব্যাটারি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের নজরে বিষয়টি আসে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই অভিযুক্তরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ধাওয়া করলেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে অটোরিকশাটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

উদ্ধার হওয়া অটোরিকশার মালিক শক্তি দেববর্মার বাড়ি জিরানিয়া মহকুমার বীরেন্দ্রনগর এলাকায়। রবিবার সকালে খবর পেয়ে তিনি বিশ্রামগঞ্জ থানায় পৌঁছান এবং গাড়িটি শনাক্ত করেন।

গাড়ির মালিক জানান, তাঁর ভাতিজার স্ত্রীর প্রসবের জন্য খেরেংবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার তিনি অটোরিকশায় করে হাসপাতালে খাবার পৌঁছে দিতে যান। হাসপাতালের সামনে গাড়িটি রেখে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ভেতরে গেলে ফিরে এসে দেখেন অটোরিকশাটি চুরি হয়ে গেছে। এরপর বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দিল্লিতে 'জিআই অ্যান্ড বিয়ন্ড ২.০' শীর্ষ সম্মেলন, প্রদর্শিত হবে ভারতের জিআই-স্বীকৃত হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃত হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প পণ্যের প্রচার এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সেগুলির অবস্থান আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী বুধবার দিল্লির ড় আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে 'জিআই অ্যান্ড বিয়ন্ড ২.০' শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুমস)-এর দফতর এবং হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল (এইচইপিসি) যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই সম্মেলনের লক্ষ্য জিআই-স্বীকৃত হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প পণ্যের প্রসার ঘটানো এবং জিআই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো। প্রায় ১০টি দেশের বিদেশি ক্রেতা, রপ্তানিকারক, বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা, জিআই নিবন্ধিত পণ্যের স্বত্বাধিকারী, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আধিকারিক, শীর্ষস্থানীয় বস্ত্র সংস্থা, খুচরো বিপণন সংস্থা, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষাবিদ এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন।

কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বস্ত্র সচিব নীলম শামি রাও।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১০০টিরও বেশি জিআই-নিবন্ধিত হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প পণ্যের প্রদর্শনী। পাশাপাশি ভারতের বৈচিত্র্যময় তাঁতশিল্পের বিশেষ প্রদর্শন এবং হস্ততাঁত বয়ন ও হস্তশিল্প তৈরির সরাসরি প্রদর্শনীও থাকবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিআই-নিবন্ধিত পণ্যের স্বত্বাধিকারী এবং নতুন অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের হাতে জিআই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। এছাড়াও উদ্বোধন করা হবে 'ডিজিটাল হ্যান্ডলুম অ্যাটলাস — ওয়ান প্ল্যাটফর্ম, এন্ডলেস মার্কেটস', যা ভারতের হস্ততাঁত ও জিআই পণ্যকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য তৈরি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। একই অনুষ্ঠানে হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের হীরক জয়ন্তী লোগোও প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনে আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞরা জিআই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর ব্যবহার নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা করবেন। এছাড়া জিআই নিবন্ধন ও মেধাস্বত্ব অধিকার, দেশীয় বাজারে জিআই পণ্যের প্রসার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জিআই-স্বীকৃত হস্ততাঁত পণ্যের বিপণন কৌশল নিয়ে একাধিক কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

মণিপুরে জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য, ৯ জঙ্গি গ্রেফতার; অস্ত্র উদ্ধার, ৬টি আইইডি ধ্বংস

ইম্ফল, ২ আগস্ট (আইএএনএস): মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর ধারাবাহিক গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযানে নিষিদ্ধ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৯ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পৃথক এক অভিযানে উদ্ধার হওয়া ৬টি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ঘটনাস্থলেই নিরাপদে ধ্বংস করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুর পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার যৌথ অভিযানে থৌবাল, তামেংলং, কাকচিং, চান্দেল, ইম্ফল পশ্চিম এবং ইম্ফল পূর্ব জেলায় এই অভিযান চালানো হয়। ধৃতরা নিষিদ্ধ কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি), পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ), তার রাজনৈতিক শাখা রেভলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট (আরপিএফ), ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-খাপলাং (এনএসসিএন-কে) এবং পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক (প্রেপাক)-এর সদস্য। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত জঙ্গিরা অপহরণ এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় বা "সাবস্ক্রিপশন" সংগ্রহের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন নথি, চাঁদা আদায়ের রসিদ, নগদ অর্থ, সংগঠনের সিল ও লেটারহেড, বাওফেং যোগাযোগ যন্ত্রসহ একাধিক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, তেংনৌপাল জেলার মোরেহ থানার অন্তর্গত বনাঞ্চলে আরেকটি যৌথ অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী একটি অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করে। মিয়ানমার সীমান্তঘেঁষা ওই এলাকা থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল, একটি ডাবল-ব্যারেল বন্দুক, ছয়টি রেডিও সেট, দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ছয়টি শক্তিশালী আইইডি উদ্ধার হয়। পরে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে আইইডিগুলি ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করে। এদিকে, মণিপুর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) মুকেশ সিং আইন-শৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সঙ্গে ইম্ফলের ঐতিহাসিক প্রথম মণিপুর রাইফেলস ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করেন। ১৩৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন অবকাঠামো ঘুরে দেখার পাশাপাশি আধুনিক পুলিশিংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে জঙ্গি দমন অভিযান, তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উপত্যকা ও পাহাড়ি এলাকাজুড়ে মোট ১১১টি নাকা ও চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ও এসকর্ট ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে।

মণিপুর পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজব বা যাচাইবিহীন তথ্য বিশ্বাস না করার আহ্বান জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো ভিডিও ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানে ধৃত জইশ সন্দেহভাজনের হাওড়ায় দর্জির দোকানের হদিশ পেল এসটিএফ, তদন্তে নতুন সূত্র

কলকাতা, ২ আগস্ট (আইএএনএস): পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের একটি আবাসন থেকে গ্রেফতার হওয়া জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর সন্দেহভাজন সদস্য হামিম মণ্ডলের মালিকানাধীন একটি দর্জির দোকানের হদিশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। তদন্তকারীদের সন্দেহ, দোকানটি শুধু দর্জির কাজের জন্য নয়, তার সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার আড়াল হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, হাওড়ার পিলখানা এলাকার আলম মিস্ত্রি লেনের একটি সরু গলিতে অবস্থিত ওই দোকানে মূলত পোশাকের ট্যাগ তৈরি ও সেলাইয়ের মতো ছোটখাটো কাজ করা হতো। তবে এসটিএফের ধারণা, এই ব্যবসার আড়ালে অন্য কার্যকলাপও চলতে পারে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পশ্চিমবঙ্গে আসার পর প্রথমদিকে হামিম মণ্ডল পিলখানাতেই থাকতেন এবং সেই সময়ই তিনি দোকানটি চালু করেন। পরে তিনি প্রথমে কলকাতার নিউ টাউন এলাকায় এবং পরবর্তীতে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরে চলে যান। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, পিলখানায় থাকাকালীন তিনি একটি আবাসনের এক কামরার ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন।

এদিকে, হামিম মণ্ডলের বাবা বলে পরিচয় দেওয়া মইনুদ্দিন মণ্ডল, যিনি ছেলের সঙ্গে পিলখানায় থাকতেন, হামিম গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই পলাতক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হামিম খুবই অন্তর্মুখী ছিলেন এবং কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করতেন না। তবে তাঁর বাবা পরিচয়দানকারী ব্যক্তি মাঝে মাঝে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতেন। যদিও ওই ব্যক্তি সত্যিই হামিমের বাবা কি না, তা নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে।

অন্যদিকে, ধৃত হামিম মণ্ডল এবং তাঁর সহযোগী অর্পিতা সরকারের জিজ্ঞাসাবাদে এসটিএফ জানতে পেরেছে যে, সম্প্রতি নয়াদিল্লির যন্তর-মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনা ছিল। এসটিএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল গৌরব শর্মা শনিবার জানান, এই উদ্দেশ্যে পুলিশের পোশাক সংগ্রহের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল, যাতে পুলিশের ছদ্মবেশে ভিড়ে মিশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়। তবে হামিম বা অর্পিতা শেষ পর্যন্ত যন্তর-মন্তরে গিয়েছিলেন কি না কিংবা পুলিশের পোশাক সংগ্রহে সফল হয়েছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তদন্তকারীরা গোটা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন এবং হামিমের সম্ভাব্য যোগাযোগের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

গোয়েন্দা-তথ্যভিত্তিক পুলিশিংয়ে জোর মণিপুরের ডিজিপির, নিরাপত্তা প্রস্তুতি পর্যালোচনা

ইম্ফল, ২ আগস্ট (আইএএনএস): মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করা এবং জঙ্গি দমন অভিযানকে আরও কার্যকর করতে গোয়েন্দা-তথ্যভিত্তিক সক্রিয় পুলিশিংয়ের ওপর জোর দিয়েছেন রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) মুকেশ সিং। রবিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় তিনি মণিপুর রাইফেলসের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সদর দফতর এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের (এসপি) কার্যালয় পরিদর্শন করে নিরাপত্তা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং পুলিশকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলা, থানা ও নিরাপত্তা স্থাপনা পরিদর্শনের অংশ হিসেবেই এই সফর করেন ডিজিপি। তিনি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমন্বিত পুলিশি ব্যবস্থা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আইন-শৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (এডিজিপি) লহারি দর্জি লাতুর সঙ্গে ডিজিপি ইম্ফলের ১৩৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রথম মণিপুর রাইফেলস ব্যাটালিয়নও পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে ১৮৯২ সালে প্রথম মণিপুর রাইফেলস গঠনের ইতিহাস, বাহিনীর বিকাশ এবং বিভিন্ন অবদানের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মণিপুর পুলিশ শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নয়, রাজ্যের ইতিহাস, উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সফরকালে ডিজিপি কোয়ার্টার গার্ড, পুলিশ অফিসার্স ক্লাব, ব্যাঙ্কোয়েট হল, ট্রান্সপোর্ট উইং, প্যারেডগ্রাউন্ড, গির্জা, মন্দির, ক্যান্টিন ও পেট্রোল পাম্পসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো পরিদর্শন করেন। তিনি ব্যাটালিয়নের আধিকারিক ও জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠক করে ইউনিটের আধুনিকীকরণ, মোতায়েন সংক্রান্ত প্রোটোকল, নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

পরে দ্বিতীয় মণিপুর রাইফেলস ব্যাটালিয়নের সদর দফতরেও যান ডিজিপি। সেখানে কোয়ার্টার গার্ড, নির্মীয়মাণ মণিপুর পুলিশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বিনোদন কক্ষ, ব্যারাক, প্যারেডগ্রাউন্ড এবং জওয়ানদের মেস পরিদর্শনের পাশাপাশি ব্যাটালিয়নের নিরাপত্তা, জনবল পুনর্বিন্যাস এবং জরাজীর্ণ ব্যারাকের পরিবর্তে নতুন ব্যারাক নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর ইম্ফল পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়ে জেলার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুকেশ সিং। জেলার পুলিশ সুপার শিবকান্ত সিং বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের প্রবণতা এবং বিভিন্ন পুলিশি উদ্যোগ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে ডিজিপি বিশেষভাবে মাদক পাচার (এনডিপিএস), তোলাবাজি এবং অস্ত্র-সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত ও পেশাদার তদন্তের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তদন্তের মানোন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের পেশাদারিত্ব, সততা এবং জনবান্ধব আচরণের মাধ্যমে মানুষের আস্থা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, লাদাখের প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিচালক মুকেশ সিং চলতি বছরের ১ জুন মণিপুরের ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তিনি ইম্ফল উপত্যকা ও পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় সফর করে পুলিশ, সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের প্রবণতা এবং নিরাপত্তা প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে চলেছেন।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

২৬ কার্ড এলাকার বিভিন্ন বাড়ি ও আশপাশের এলাকায় ঢুকে পড়ে। এ সময় কুকুরগুলির আক্রমণে অন্তত আটটি ছাগল ও ভেড়া মারা যায় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মৃত পশুগুলি নিয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে যান। তবে তাদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে কোনও সদুত্তর বা সহযোগিতা পাননি। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তারা মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয়দের দাবি, অভিযোগ দায়েরের পরও এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে জানান, দ্রুত ক্ষতিপূরণ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এদিকে কয়েকজন বাসিন্দার অভিযোগ, অতীতেও হরি দেবনাথের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল এবং এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর আচরণে অতিষ্ঠ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধুপুর থানার পুলিশ।

মহিলার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

এরপর গাড়িটি রাস্তার ধারে একটি রেস্তোরাঁয় আঘাত হেনে অমূল্য দাসের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুজনকে উদ্ধার করে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে সবিতা দাসের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সঙ্গীতা রায় বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি শান্তিরবাজার থানায় কর্মরত এক এএসআই চালাচ্ছিলেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের রিপোর্টের পরই ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে।

ভারতের মানচিত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ, গ্লাসগোর রেস্তোরাঁ ঘিরে বিতর্ক; প্রতিবাদে লাভলিনা বরগোহাঁই

গ্লাসগো, ২ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাদ দিয়ে ভারতের মানচিত্র ছাপানো ন্যাপকিন ব্যবহার করায় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সাফল্যের পর ভারতীয় দলের সদস্যদের আপ্যায়নের সময় এই ঘটনা সামনে আসে।

জানা গিয়েছে, গ্লাসগোর জনপ্রিয় ভারতীয় রেস্তোরাঁ 'মিস্টার সিং'স ইন্ডিয়া — দ্য হোম অব কারি'-তে খেলোয়াড়দের যে ন্যাপকিন দেওয়া হয়, তাতে ভারতের মানচিত্রে সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনুপস্থিত ছিল। বিষয়টি প্রথম নজরে আনেন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই। লাভলিনা আইএএনএস-কে বলেন, "ন্যাপকিনে ছাপানো মানচিত্রে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নেই। ভারতের প্রতিটি অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং মানচিত্রে সঠিকভাবে তুলে ধরা উচিত।"

ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের (বিএফআই) সভাপতি অজয় সিংও লাভলিনার বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তাঁর অভিযোগ, শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলই নয়, ন্যাপকিনে জম্মু ও কাশ্মীরের মানচিত্রও অসম্পূর্ণভাবে দেখানো হয়েছে।

তিনি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ওই ভুল মানচিত্রযুক্ত ন্যাপকিন প্রত্যাহার করে ভারতের সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অখণ্ডতা প্রতিফলিত করে নতুন মানচিত্র ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

উল্লেখ্য, গ্লাসগোর এই রেস্তোরাঁটি দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয় এবং বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াদল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে আসেন। পাঞ্জাবি ঐতিহ্য ও স্কটিশ সংস্কৃতির মেলবন্ধনে পরিচালিত এই পারিবারিক রেস্তোরাঁটি চার প্রজন্ম ধরে পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে, গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় বক্সিং দল ইতিহাস গড়ে সাতটি সোনা জিতেছে, যা এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সর্বাধিক সোনাজয়ের রেকর্ড। প্রীতি (৫৪ কেজি), জ্যাসমিন (৫৭ কেজি), সাক্ষী (৫১ কেজি), প্রিয়া (৬০ কেজি), অরুন্ধতী (৭০ কেজি), সচিন সিওয়াচ (৬০ কেজি) এবং অঙ্কুশ পাংঘাল (৮০ কেজি) সোনা জেতেন। অন্যদিকে, যদুমণি সিং (৫৫ কেজি), লাভলিনা বরগোহাঁই (৭৫ কেজি) এবং নরেন্দর (৯০ কেজির বেশি) রুপো জেতেন।

সব মিলিয়ে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারত এখনও পর্যন্ত ৪৪টি পদক জিতেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১১টি সোনা, ১৩টি রুপো এবং ২০টি ব্রোঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করা মানে ভারতের অপমান: অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম ইলিয়াসি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (আইএএনএস): সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের (এআইআইও) প্রধান ইমাম উমের আহমেদ ইলিয়াসি। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে প্রতিবাদের অধিকার সকলের রয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ অবশ্যই শালীনতার সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা বা অশালীন ভাষা ব্যবহার কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ২০ জুলাই থেকে দিল্লির জন্তর মন্তরে ছাত্রদের আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাকেই উল্লেখ করে একটি ভিডিও বার্তায় ইলিয়াসি বলেন, 'আমি একজন ইমাম হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। গোটা দেশ এবং বিশ্ব এই আন্দোলন দেখেছে। প্রতিবাদের অধিকার সবার আছে, কিন্তু তা অবশ্যই শালীনতার সীমার মধ্যে হওয়া উচিত।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কিরোরি মাল কলেজের নবীনদের কৌতূহলী ও স্বাধীনচেতা হওয়ার আহ্বান দিলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল টি. এস. সন্ধু

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (আইএএনএস): দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরোরি মাল কলেজের 'ফ্রেশার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০২৬'-এ নবাগত পড়ুয়াদের উদ্দেশে বৌদ্ধিক কৌতূহল, বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন দিল্লির উপরাজ্যপাল টি. এস. সন্ধু।

রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি জানান, কিরোরি মাল কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই যাত্রা শুধু উচ্চশিক্ষার নয়, বরং বৌদ্ধিক অনুসন্ধান, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচনেরও।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, বৌদ্ধিক কৌতূহল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বাধীন চিন্তার পাশাপাশি সেবা, সততা ও উৎকর্ষের মূল্যবোধকে ধারণ করতে হবে। আজীবন শেখার মানসিকতা বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

শনিবারের অনুষ্ঠানে নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সন্ধু বলেন, "আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র।" তিনি জানান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদুই স্তরের পড়াশোনাই তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করেছেন এবং বিদেশে কখনও পড়াশোনা করেননি।

তিনি বলেন, দেশের বাইরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় তিনি যে অবদান রাখতে পেরেছেন, তার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েই। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজের ওপর, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নিজেদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখা উচিত। ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব এখন তরুণ প্রজন্মের হাতেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপরাজ্যপাল বলেন, সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে কিরোরি মাল কলেজ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব মর্যাদা ধরে রেখেছে।

অনুষ্ঠানে তিনি কিরোরি মাল কলেজের ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনও করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলি এখন এমন এক গতিশীল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে, যেখানে যুবশক্তি উদ্ভাবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ গড়ে তোলার পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন তিনি।

এছাড়াও তিনি কলেজের নতুন বিজ্ঞান ভবনের লিফটের উদ্বোধন করেন। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ, সহজ প্রবেশাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কলেজের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা, রাহুলের পাশে কংগ্রেস; 'বংশবাদী রাজনীতি' কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (আইএএনএস): লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) নিয়ে মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাহুলের অভিযোগ, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে তামিলনাড়ুসহ একাধিক রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই মন্তব্যকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস, অন্যদিকে বিজেপি ও তাদের শরিকরা পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেসকে 'বংশবাদী রাজনীতির দল' বলে কটাক্ষ করেছে।

শনিবার চেন্নাইয়ের মামল্লপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুসহ দেশের সব আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনৈতিক দলের উচিত এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংসদে এমন কোনও আইন প্রতিহত করা, যা রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকে দুর্বল করতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য তামিলনাড়ুর মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করা।

রাহুলের বক্তব্যকে সমর্থন করে কংগ্রেস সাংসদ মানিক্কম ঠাকুর বলেন, আগামী সপ্তাহ তামিলনাড়ুর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর দাবি, ডিলিমিটেশন তামিলনাড়ুর স্বার্থবিরোধী এবং তিনি নিজেও এর বিরুদ্ধে ভোট দেবেন।

কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ বলেন, এই প্রস্তাব দেশের ঐক্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির প্রতি তা অন্যায় হবে। আরেক কংগ্রেস সাংসদ সুখদেও ভগতের অভিযোগ, প্রতিনিধিত্বের স্বার্থে নয়, ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখেই বিজেপি সরকার এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

অন্যদিকে বিজেপির মুখপাত্র তুহিন সিনহা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ডিলিমিটেশন নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বংশানুক্রমিক বা পরিবারকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলি। তাঁর দাবি, আসন সংখ্যা বাড়লে নতুন প্রজন্ম, নারী এবং অরাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ পাবেন, যা এই দলগুলির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করবে।

তুহিন সিনহা আরও বলেন, কেন্দ্র একাধিকবার স্পষ্ট করেছে যে দক্ষিণের রাজ্যগুলিসহ সব রাজ্যের লোকসভা আসনই আনুপাতিক হারে বাড়ানো হবে।

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যও রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন, দেশের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদরা বিষয়টি সংবিধানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিবেচনা করবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

রাজস্থান বিজেপি সভাপতি মদন রাঠোর বলেন, বর্তমানে কোথাও লোকসভা কেন্দ্রের জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ, আবার কোথাও মাত্র ১ লক্ষ। তাই প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য রক্ষায় ডিলিমিটেশন জরুরি।

জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর বিধান পরিষদ সদস্য নীরজ কুমার সিং বলেন, বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে না দেখে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই আলোচনা হওয়া উচিত। তাঁর মতে, দেশের সংবিধান অনুযায়ী ডিলিমিটেশন একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া।

বিজেপি নেতা টি. আর. শ্রীনিবাসও রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ডিলিমিটেশনকে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, রাহুল সংবিধানের কপি হাতে রাখলেও তার বিধান যথাযথভাবে পড়েন না।

কেরলে বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে মৃত ৮, নিখোঁজ ৮; ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

তিরুবনন্তপুরম, ২ আগস্ট (আইএএনএস): কেরলে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যাজনিত দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে, ১৩ জন আহত হয়েছেন এবং আটজন নিখোঁজ রয়েছেন। রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সথীসন।

এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতি নিয়ে রাজস্বমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, আগের দিনের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমেছে, যা ইতিবাচক ইঙ্গিত।

তিনি জানান, বন্যাকবলিত এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়েছে এবং রাজনৈতিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আটজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে, আটজন এখনও নিখোঁজ, ১৩ জন আহত এবং ৫,৭৯২ জনকে সরিয়ে ২০৯টি ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে।

প্রয়াত দুই ক্রীড়া সংগঠককে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: ত্রিপুরার ক্রীড়া অঙ্গনের দুই বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, প্রয়াত শ্যামল গিরি ও কিশোর সাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবিবার আগরতলার এনএসআরসিসি প্রাঙ্গণে এক স্মরণসভার আয়োজন করে ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন।

স্মরণসভায় ক্রীড়া সংগঠক, কোচ, বর্তমান ও প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ, শুভানুধ্যায়ীসহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন তাঁরা প্রয়াত দুই ক্রীড়া সংগঠকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, শ্যামল গিরি ও কিশোর সাহা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় অ্যাথলেটিক্সের প্রসার ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তাঁদের নিষ্ঠা, সততা, পরিশ্রম এবং খেলাধুলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাজ্যের ক্রীড়া আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে।

বক্তারা আরও বলেন, প্রয়াত দুই সংগঠকের অবদান আগামী প্রজন্মের ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ত্রিপুরার ক্রীড়া বিকাশে তাঁদের ভূমিকা সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। স্মরণসভার মাধ্যমে উপস্থিত সকলে প্রয়াত দুই ক্রীড়া সংগঠকের কর্মময় জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান।

আগরতলায় ওয়েটলিফটিং ন্যাশনাল ক্যাটাগরি-২ রেফারি পরীক্ষা, দক্ষ রেফারি তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: রাজ্যে জাতীয় মানের ওয়েটলিফটিং রেফারির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আগরতলার এনএসআরসিসি হলে অনুষ্ঠিত হলো ওয়েটলিফটিং ন্যাশনাল ক্যাটাগরি-২ রেফারি পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনের অনুমোদনে আয়োজিত এই পরীক্ষায় মোট ছয়জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ত্রিপুরায় জাতীয় পর্যায়ের ওয়েটলিফটিং রেফারির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সেই ঘাটতি পূরণ এবং ভবিষ্যতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত রেফারি তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের লিখিত ও ব্যবহারিকউভয় ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা হয়। নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ন্যাশনাল ক্যাটাগরি-২ রেফারি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

ক্রীড়া মহলের অভিমত, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ওয়েটলিফটিংয়ের প্রশাসনিক ও কারিগরি পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

সন্ত্রাসবাদ দমনের বদলে সিন্ধু জলচুক্তির সদিচ্ছাই ভেঙেছে পাকিস্তান: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা

ওয়াশিংটন, ২ আগস্ট (আইএএনএস): ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি (ইনডাস ওয়াটার্স ট্রিটি) সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে গৃহীত হলেও, গত পাঁচ দশকে পাকিস্তান সেই সদিচ্ছার ভিত্তিকেই ধ্বংস করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা। তাঁর দাবি, চুক্তি স্থগিত রাখার ভারতের সিদ্ধান্ত শুধু পাকিস্তানের আচরণের বাস্তবতাকেই স্বীকার করেছে।

'নিউজউইক'-এ প্রকাশিত এক মতামত নিবন্ধে ভারতের প্রাক্তন বিদেশসচিব কোয়াত্রা লেখেন, সিন্ধু জলচুক্তির আওতায় ভারতের নিয়ন্ত্রণে আসে তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদী, যা অববাহিকার মোট জলসম্পদের প্রায় ২০ শতাংশ। অন্যদিকে পাকিস্তান পায় তিনটি পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীর জল, যা মোট প্রবাহের প্রায় ৮০ শতাংশ। এই অসম বন্টনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন দীর্ঘদিন বাধাগ্রস্ত হলেও ভারত চুক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

তিনি বলেন, গত বছরের পাহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার অধিকার প্রয়োগ করে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রেখেছে। পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্য ও স্থায়ীভাবে সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদে সমর্থন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই অবস্থান বহাল থাকবে।

কোয়াত্রার অভিযোগ, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নীতি বরাবরই যুদ্ধ, বৈরিতা এবং সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় সংসদে হামলা, মুম্বই সন্ত্রাসী হামলা, উরি, পাঠানকোট এবং পাহেলগাম হামলার উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদে ভারতে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, ভারত যখনই সিন্ধু জলচুক্তির আওতায় কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে, পাকিস্তান তখনই প্রশাসনিক জটিলতা ও বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে চুক্তি পুনর্বিবেচনার ভারতের প্রস্তাবও ইসলামাবাদ নাকচ করে দেয়, যার ফলে ভারতের জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়নি। এছাড়া ২০১২ সালে তুলবুল নেভিগেশন প্রকল্পে জঙ্গি হামলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

পাকিস্তানের বর্তমান জলসংকটের জন্য ভারতকে দায়ী করার প্রবণতার সমালোচনা করে কোয়াত্রা বলেন, এই সংকট মূলত পাকিস্তান সরকারের দুর্বল জলব্যবস্থাপনা ও অপশাসনের ফল। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশের ঘাড়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার দায় চাপানোর অভ্যাস এখন পুরনো হয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া।

ভারত-পাকিস্তান সংলাপ পুনরায় শুরু করার আহ্বানের প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 'সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। সন্ত্রাস ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না। জল এবং রক্তও একসঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে না।'

পাকিস্তানের উদ্দেশে কোয়াত্রার বার্তা, ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার জন্য সম্মেলন করার বদলে নিজেদের জল ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা উচিত। একইসঙ্গে তিনি বলেন, যদি পাকিস্তান সত্যিই দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে ভারতের সহযোগিতা চায়, তবে সবার আগে তাদের গড়ে তোলা সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ অগ্নিমিত্রা পালের, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও জ্যামার-যুক্ত কনভয় ব্যবহারের আবেদন

কলকাতা, ২ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর এক সহযোগী গ্রেফতার হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং জ্যামার-সজ্জিত কনভয় ব্যবহার করার আবেদন জানান।

রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মিশে কাজ করেন, তাতে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। মন্ত্রী অভিযোগ করেন, অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করায় জঙ্গিরা আরও সাহস পেয়েছে। তাঁর দাবি, নির্যাতিত হিন্দুদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হলেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গিদের ভুয়ো নথি জোগাড় করে দেওয়া হয়েছে।

স্পন্দন লিগ: আগামী ৩ আগস্ট থেকে বিলোনিয়ায় রাজ্যস্তরীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: গোকুলনগর সেক্টরের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার বিএসএফ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৩ থেকে ৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত 'স্পন্দন লিগ: রাজ্য-স্তরের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬' অনুষ্ঠিত হতে চলছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া ফুটবল মাঠে এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে। এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে একটি করে মোট ৮ টি দল অংশ নেবে। "লিগ-কাম-নক আউট "পদ্ধতিতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। আগামী ৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ সকাল ৭টায় সেক্টর সদর দপ্তর বিএসএফ গোকুলনগরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডি আই জি) রাজ কুমার এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিএসএফ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তা, অসামরিক প্রশাসনের প্রতিনিধি, ক্রীড়া আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। ৩ থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি লিগ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ৬ আগস্ট প্রতিটি পুলের শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে সেমিফাইনাল খেলা হবে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ এবং ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৭ আগস্ট। ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রিন্সি রানী। রাজ্যের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার প্রতিভাবান তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এই টুর্নামেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 'স্পন্দন দেশজুড়ে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য খেলাধুলা' এই ভাবনা নিয়ে আয়োজিত টুর্নামেন্টটি যুব উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতি গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে কাজে লাগানোর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করবে। টুর্নামেন্টটি তরুণ ফুটবলারদের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার তরুণদের শক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে উৎসাহিত করবে। দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার পাশাপাশি বিএসএফ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম-যেমন চিকিৎসা শিবির, নিয়োগ-পূর্ব প্রশিক্ষণ, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, পরিবেশগত উদ্যোগ, সচেতনতা অভিযান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতো কর্মসূচি-পরিচালনা করে। ক্রীড়াশৈলী, ঐক্য এবং জাতীয় সংহতির এই মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, ক্রীড়াপ্রেমী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বসাধারণকে বিএসএফ- এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সনাতনী হিন্দু সেনার ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: সনাতনী হিন্দু সেনার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার আগরতলার বাইপাস সংলগ্ন কাঁঠালতলী এলাকায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মহা শান্তিযজ্ঞ, বস্ত্র বিতরণ এবং চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার রামপদ জামাতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সনাতনী হিন্দু সেনার সভাপতি তাপস মজুমদারসহ সংগঠনের অন্যান্য পদাধিকারী ও সদস্যরা।

সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম কয়েকজন ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মানবসেবামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সমাজকল্যাণমূলক এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। দিনভর ধর্মীয় আচার, পূজা-অর্চনা ও সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংগঠনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদ্যাপিত হয়।

সাব্রুম বনদপ্তরের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ

● আটের পাতার পর

এ প্রসঙ্গে দমদমা এলাকার বাসিন্দা ও সচেতন নাগরিক রাজীব দে অভিযোগ করে বলেন, বনদপ্তর প্রতিবছর বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিলেও গাছ লাগানোর পর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ফলে অযত্ন ও পরিচর্যার অভাবে অধিকাংশ গাছই নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও দাবি করেন, দমদমা থেকে মৈত্রী সেতুর জিরো পয়েন্ট এবং সেখান থেকে সাব্রুম ল্যান্ড পোর্ট পর্যন্ত এলাকায় প্রায় ৯০০ থেকে ১,০০০টি ফুলের টব বসানো হয়েছিল। সরকারি অর্থ ব্যয় করে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বনদপ্তর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি বলেই তাঁর অভিযোগ। রাজীব দে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে সরকার যেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার অদূরে বাড়ির বারান্দা

● আটের পাতার পর

ইন্দ্রজিৎ সরকারের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৭ হাজার টাকা ভাড়ায় গাড়িটি নিয়ে চালাতেন। ওই গাড়ি চালিয়েই তিনি সংসার চালানোর পাশাপাশি তাঁর অসুস্থ মা পুষ্পরাণী আচার্যের চিকিৎসার খরচ বহন করতেন। সম্প্রতি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পুষ্পরাণী আচার্য হাত-পা ভেঙে শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ অটো সংগঠনের সভাপতি নিতাই পাল ও সম্পাদক মোঃ শাহ আলম রাকেশ আচার্যের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ঘটনার জেরে এলাকায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। চুরি যাওয়া অটোরিকশার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ডকে সামনে

● আটের পাতার পর

খেলোয়াড়দের সাফল্য, সুস্বাস্থ্য এবং দুর্ঘটনামুক্ত প্রতিযোগিতার কামনায় এই পূজার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের কর্মকর্তা, কোচ, খেলোয়াড় এবং সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল গঠনের লক্ষ্যে রাজ্যের পাশাপাশি ভিন্নরাজ্য থেকেও একাধিক ফুটবলারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গতবার রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ডের শিরোপা জিততে না পারায় এবার নতুন পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিয়েছে কল্যাণ সমিতি।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের আশা, অভিজ্ঞ ও তরুণ ফুটবলারদের সমন্বয়ে গড়া দল এবারের প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করবে এবং শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ড ও এ-ডিভিশন ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে বার পূজার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হওয়ায় ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগ ডিয়ার ক্লাবকে ৭ গোলে উড়িয়ে শুভসূচনা ফুলো ঝানু ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে বড় জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ফুল ওঝানো অ্যাথলেটিক ক্লাব। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোকে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ডিয়ার ক্লাবকে ৭-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই একক আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে ফুল ওঝানো অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবলাররা। ৭ মিনিটে ঝুমা ওরাংয়ের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ২৯ মিনিটে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মৌসুমী ওরাং। এরপর ৪২ মিনিটে ঝুমা ওরাং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। প্রথমার্ধের দাপট দ্বিতীয় পর্বেও বজায় রেখে ৫৮ ও ৬৫ মিনিটে পরপর দুটি গোল করেন কুন্তি ওরাং। ম্যাচের শেষভাগে মৌসুমি ওরাং ৭২ ও ৭৯ মিনিটে আরও দুটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পাশাপাশি দলের বড় জয় সুনিশ্চিত করেন। আজকের উদ্বোধনী ম্যাচটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, রাজেশ চন্দ্র দাস, বিশ্বজিৎ পাল এবং ইন্দ্রানী দে। ৭-০ গোলের এই বিশাল জয়ে টুর্নামেন্টে দারুণভাবে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রকাশ করল ফুল ওঝানো অ্যাথলেটিক ক্লাব। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল সোমবারের ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিমনার তিলকা মাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ দুই মাঠে দু-টি সেমিফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উত্তেজনাপূর্ণ কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা পেরিয়ে আগামীকাল, সোমবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। গত পয়লা আগস্টে খেলা চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা চার দল চূড়ান্ত হয়। প্রাপ্ত সূচি অনুযায়ী, টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল দশটায় প্রথম সেমিফাইনালে লড়বে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কসমোপলিটন ক্লাব এবং একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তরুণ সংঘ ও মৌচাক ক্লাব।কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৮২ রানের ব্যবধানে মডার্ন কোচিং সেন্টারকে এবং অন্য ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘকে পরাজিত করে কসমোপলিটন ক্লাব শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, তরুণ সংঘ ৫৭ রানের ব্যবধানে নিউ প্লে সেন্টারকে এবং মৌচাক ক্লাব শক্তিশালী নৈপুণ্যে কর্নেল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নেয়। এই দুই সেমিফাইনালের জয়ী দলগুলোকে নিয়ে আগামী ৫ আগস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বক্সিংয়ে জয়জয়কার সাক্ষী, প্রিয়াদের, কমনওয়েলথে একই দিনে সাত সোনা ভারতীয়দের, হতাশ করলেন লভলিনা

শনিবার দুপুরের দিকে বক্সিং থেকে জোড়া সোনা এসেছিল ভারতের ঘরে। প্রীতি পওয়ার এবং জৈস্মিন লম্বোরিয়া সোনা জিতেছিলেন। তবে হেরে গিয়েছিলেন জাদুমণি সিংহ। বিকেলের দিকে ভারতের বক্সারেরা একের পর এক সোনা জিততে শুরু করেন। পর পর সোনা জেতেন সাক্ষী চৌধরি, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস এবং অরুন্ধতী চৌধরি। তবে হেরে যান লভলিনা বরগোঁহাই। পরে সচিন সিবচ ৬০ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন। ৮০ কেজিতে সোনা জিতেছেন অঙ্কুশ পানঘাল। দিনের শেষ লড়াইয়ে হেরে গিয়ে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নরেন্দ্রকে। এই মুহূর্তে ভারতের ঘরে এসেছে ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৮টি ব্রোঞ্জ। পদক তালিকায় তারা আছে চতুর্থ স্থানে।

প্রথমে নেমেছিলেন সাক্ষী চৌধরি। ৫১ কেজি বিভাগে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন রুবি হোয়াইট। প্রথম রাউন্ডে সহজেই জেতেন সাক্ষী। শটের বৈচিত্র এবং প্রতিপক্ষের দুর্বলতা কাজে লাগান তিনি। অসাধারণ কিছু 'জ্যাব' দেখা যায় তাঁর থেকে। সাক্ষীকে আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি রুবি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪-১ পয়েন্টে জেতেন সাক্ষী। শটে বৈচিত্র এনে রাউন্ড জেতেন তিনি। শেষ রাউন্ডেও জিতে সোনা নিশ্চিত করেন সাক্ষী।

এর পরেই নেমেছিলেন তাঁর খুড়তুতো বোন প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন কানাডার মারি আল-আহমাদিয়ে। অনেক আগে থেকেই স্টেডিয়ামে গর্জে উঠেছিল 'প্রিয়া, প্রিয়া' চিৎকারে। তবে ৬০ কেজি বিভাগে প্রথম রাউন্ডে প্রিয়া হেরে যান ২-৩ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ঘুরে দাঁড়ান। সেটি জেতেন ৪-১ পয়েন্ট। তৃতীয় রাউন্ডেও মারিকে দাঁড়াতে দেননি প্রিয়া। জিতে সোনা নিশ্চিত করেন। প্রিয়ার জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বক্সিংয়ে চতুর্থ সোনা নিশ্চিত হয়, যা কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের নজির।

এর পর নামেন অরুন্ধতী চৌধরি। তিনিও সোনা জেতেন। ৭০ কেজি বিভাগে অরুন্ধতী প্রথম রাউন্ডে ইংল্যান্ডে শ্যান্টেলে রেডকে হারান ৪-১ ফলে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডেও জিতে ভারতের পঞ্চম সোনা নিশ্চিত করেন।

ভারতের অনেক আশা ছিল লভলিনা বরগোঁহাইকে ঘিরে। বক্সারদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞও ছিলেন তিনি। কিন্তু ৭০ কেজি বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার এমা সু গ্রিনট্রির বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে হেরে যান। এমার পায়ের নড়াচড়া খুবই ভাল ছিল। বার বার অবস্থান বদল করে এবং ঘুষি মেরে লভলিনাকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ঘুরে দাঁড়ান লভলিনা। জেতেন ৪-১ ব্যবধানে। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে দাঁড়াতেই পারেননি। অস্ট্রেলীয় প্রতিপক্ষের একের পর এক ঘুষি এবং জ্যাবকে বিভ্রান্ত হয়ে যান তিনি। খেলা শেষ হওয়ার পরেই বোঝা গিয়েছিল লভলিনা হারতে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়। ১-৪ পয়েন্টে হেরে যান লভলিনা।

তার আগে, ৫৪ কেজি বিভাগের ফাইনালে প্রীতি হারিয়েছেন কানাজা স্কারলেট সাভানা ডেলগাডোকে। তার পরেই খেলতে নেমেছিলেন জৈস্মিন। তিনি ৫৭ কেজির ফাইনালে হারান উত্তর আয়ারল্যান্ডের মিকায়েলা ওয়ালশকে।

প্রীতি নেমেছিলেন নীল জার্সি পরে। শুরু থেকেই প্রীতিকে লক্ষ্য করে ঘুষির বন্যা বইয়ে দেন ডেলগাডো। প্রীতি শক্তিশালী ব্যাকহ্যান্ডের সাহায্যে ম্যাচে ফেরেন। এর পর আপার হ্যান্ড ব্যবহার করে বিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন। প্রথম দুই রাউন্ডে সব বিচারকই প্রীতিকে ১০ পয়েন্ট দেন। তৃতীয় রাউন্ডে প্রীতির শরীর লক্ষ্য করে ঘুষি মারছিলেন ডেলগাডো। তবে প্রীতির পায়ের নড়াচড়া তাঁকে সুবিধা পাইয়ে দেয়। তিনি ৫-০ পয়েন্টে জিতে সোনা পকেটে পোরেন।

জৈস্মিনও ৫-০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ওয়ালশকে। ঘটনাচক্রে ওয়ালশ ২০২২-এ সোনা এবং তার আগের দু'টি কমনওয়েলথ গেমসে রুপো পেয়েছিলেন। এ দিন জৈস্মিনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি তিনি। এ দিকে, ট্রিপল জাম্পে ভারত রুপো এবং ব্রোঞ্জ জিতেছে। রুপো পেয়েছেন প্রবীণ চিত্রাভেল। তিনি ১৬.৫৮ মিটার লাফিয়েছেন। অন্য দিকে, ১৬.৫২ লাফিয়ে ব্রোঞ্জ সেলভা প্রভুর।

প্যারা স্পোর্টসেও এসেছে পদক। এফ৫৭ শটপাট বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের সোমন রানা। তিনি ১৩.৪০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। ১৩.২৮ মিটার ছুড়ে রুপো পান শুভম জুয়াল।

জুডোয় উন্নতি শর্মা ব্রোঞ্জ জিতেছেন। তিনি হারান দক্ষিণ আফ্রিকার স্কাই নোস্টারকে। এই নিয়ে জুডোয় চারটি পদক হল ভারতের। সোনা জিতেছেন হর্ষ সিংহ এবং অস্মিতা দে। যামিনী মৌর্য রুপো পেয়েছেন। রবিবার আরও তিনটি পদক পেতে পারে ভারত। ইশরুপ নারাং, অবতার সিংহ এবং যশ ঘাঙ্ঘাস দৌড়ে রয়েছেন।

আইএসএলে আর খেলবে না জামশেদপুর, মরসুম শুরুর আগে ধাক্কা খেল ফেডারেশন, ক্ষোভ সমর্থক, ফুটবলপ্রেমীদের

আইএসএল থেকে নাম তুলে নিল জামশেদপুর এফসি। শুক্রবার বিবৃতি জারি করে তারা এ কথা জানিয়েছে। আগামী মরসুম থেকে আইএসএলে আর দেখা যাবে না জামশেদপুরকে। এ দিন ফেডারেশনকে অংশগ্রহণের টাকা জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল আইএসএলের ক্লাবগুলির কাছে। টাকা জমা দেওয়ার আগেই নাম তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে জামশেদপুর।

এ মাসের শুরুতে ফেডারেশন জানিয়েছিল, পরের মরসুমে আইএসএল খেলতে হলে প্রতিটি ক্লাবকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে ফেডারেশনকে। জামশেদপুর এবং ইন্টার কাশী ছাড়া বাকি ক্লাবগুলি আগেই টাকা দিয়েছিল। এ দিন কাশীও টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছু ক্ষণ আগে জামশেদপুর নাম তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে।সূত্রের খবর, ক্লাবের বোর্ড অফ ডিরেক্টরেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম দল না নামানোর। ২০১৭-য় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জামশেদপুর। ২০২২-এ লিগ-শিল্ডও জিতেছিল। তবে নাম তোলার সিদ্ধান্ত আচমকা নেওয়া হয়নি। ফেডারেশন এবং আইএসএলের ক্লাবগুলির মধ্যে যখন লিগ চালানোর স্বত্ব নিয়ে দরকষাকষি চলছে, তখন থেকেই জামশেদপুরের কর্তারা নাম তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন।জামশেদপুর জানিয়েছে, আগের মতোই ফুটবলের উন্নতিতে তারা কাজ করবে। তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার চেষ্টা করা হবে। যে সব কোচ, ফুটবলারদের চুক্তি রয়েছে, তাঁদের পুরো বেতনও দিয়ে দেওয়া হবে।তবে ক্লাবের এমন সিদ্ধান্তে খুশি নন ফুটবলপ্রেমী এবং সমর্থকেরা। আইএসএলে যে ক'টি ক্লাবের ম্যাচ হলে স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি থাকত, তার একটি হল জামশেদপুর। জেআরডি টাটা কমপ্লেক্সে জামশেদপুরের ম্যাচে ভিড় জমাতেন বহু সমর্থক। শুধু তাই নয়, শহরের একটি পরিচিতিও হয়ে উঠেছিল জামশেদপুর এফসি। আচমকা নাম তুলে নেওয়ায় কেউই খুশি হতে পারেননি।

বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভের জের, 'বিশ্বকাপ বিক্রি'র পরিকল্পনা থেকে পিছু হটলেন ইনফান্তিনো

অবশেষে চাপের মুখে মাথা নোয়ালেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিশ্বকাপ আয়োজনের ভার বেসরকারি কোনও সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, সেই পরিকল্পনা থেকে পিছু হটলেন ইনফান্তিনো। বিবৃতি দিয়ে জানালেন, প্রচুর মানুষের সমর্থন সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা আপাতত পরিত্যাগ করা হল।

শুক্রবার ফিফার তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'সব পক্ষের সব মতামত শোনার পর এটা স্পষ্ট যে এই পরিকল্পনা নিয়ে মতানৈক্য আছে। সেই মতানৈক্য এতটাই যে এই প্রকল্পের পক্ষে বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আমরা আপাতত এটা কার্যকর করার কথা ভাবছি না।' বস্তুত আজ নয় তো কাল, এই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসতেই হত ফিফাকে। কারণ ইনফান্তিনোর ওই প্রস্তাব ফাঁস হওয়ার পর থেকেই একের পর এক মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা এর বিরোধিতা শুরু করে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার পর শুক্রবার সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে এশিয়াও। এশীয় ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ভাবেই এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হবে না।

কিছুদিন আগে 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই)' নামের এক প্রকল্প আমদানি করে ফিফা। ইনফান্তিনোর পরিকল্পনা ছিল, এখন থেকে ফিফার সব প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে এই সংস্থা।

ওয়েট লিফটিং জাতীয়স্তরের রেফারি পরীক্ষা সফল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।রাজ্যে দক্ষ জাতীয় পর্যায়ের রেফারির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আগরতলার এনএসআরআরসিসি হলে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ওয়েট লিফটিং ন্যাশনাল ক্যাটাগরি-২ রেফারি পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান ওয়েট লিফটিং ফেডারেশনের অনুমতিক্রমে আয়োজিত এই পরীক্ষায় মোট ছয়জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।বর্তমানে ত্রিপুরায় জাতীয় পর্যায়ের ওয়েট লিফটিং রেফারির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সেই ঘাটতি পূরণ এবং ভবিষ্যতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় দক্ষ রেফারি তৈরি করার লক্ষ্যেই এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।পরীক্ষার্থীদের লিখিত ও ব্যবহারিক দক্ষতার মূল্যায়নের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের ন্যাশনাল ক্যাটাগরি-২ রেফারি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ক্রীড়া মহলের মতে, এই উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরায় ওয়েট লিফটিংয়ের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় মানের প্রতিযোগিতা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রয়াত ক্রীড়া সংগঠকদের স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।প্রয়াত দুই ক্রীড়া সংগঠককে শ্রদ্ধায় স্মরণ। রাজ্যের ক্রীড়া অঙ্গনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত শ্যামল গিরি ও কিশোর সাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে রবিবার আগরতলা এনএসআরসিসি-তে এক স্মরণসভার আয়োজন করে ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন।অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সংগঠক, কোচ, ক্রীড়াবিদ, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে প্রয়াত দুই ক্রীড়াপ্রেমীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নীরবতা পালন করেন।বক্তারা বলেন, শ্যামল গিরি ও কিশোর সাহা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও ক্রীড়ার প্রতি ভালোবাসা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। রাজ্যের ক্রীড়া বিকাশে তাঁদের অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও বক্তারা উল্লেখ করেন।

বার পূজা দিয়ে ফুটবল প্রস্তুতিতে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আসন্ন রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ড ও এ-ডিভিশন ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রবিবার সকালে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে বার পূজা দিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে দিল কল্যাণ সমিতি।খেলাধুলার ঐতিহ্য ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাবকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই আয়োজন করে কল্যাণ সমিতি।প্রত্যেক বছরই ফুটবলের মৌসুম শুরু হওয়ার আগে এই পুজো দিয়ে থাকে সমিতি।এবছর বহির রাজ্যের এবং রাজ্যের এক ঝাক প্লেয়ার নিয়ে মাঠে নামছে কল্যাণ সমিতি। গত বছর রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন না করতে পেরে এবছর কিছুটা পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ময়দানে নামছে কল্যাণ সমিতি। লক্ষ্য একটাই ফুটবল প্রেমীদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিয়ে খেতাব অর্জন করা। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এবছর ময়দানে নামতে চলেছে কল্যাণ সমিতি। এই দিনের এই বার পুজোয় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে খেলোয়াররা।

এগিয়ে চল সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। আগরতলার ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এগিয়ে চলো সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘের নিজস্ব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি চঞ্চল নন্দী। সভার শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত। পরবর্তীতে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ বিগত এক বছরের সার্বিক আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব-নিকাশ উপস্থিত সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। বার্ষিক এই সাধারণ সভায় সংঘের প্রায় ৯০ শতাংশ সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশের পর উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘ ও গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বাঙ্গীন পর্যালোচনার পর উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং বার্ষিক হিসাব-নিকাশ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। সভা শেষে ক্লাবের বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সফল করতে সকল সদস্যের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত। সভাপতি ও সম্পাদকের ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

মাঠে ফিরলেন মেসি কাসেমিরোর আত্মঘাতী গোল

যেন পুরো স্টেডিয়াম অপেক্ষায় ছিল শুধু তাঁরই। ৫৩ মিনিটে লিওনেল মেসি মাঠে নামতেই সেই অপেক্ষার অবসান। মুহূর্তেই গ্যালারিজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাসের ঢেউ। সমর্থকদের একসুরে ধ্বনি ওঠে'মেসি! মেসি!'।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসির প্রত্যাবর্তন যেন বৃষ্টিভেজা ন্যু স্টেডিয়ামকে মুহূর্তেই উৎসবের রঙে রাঙিয়ে দেয়।

তবে ফেরার ম্যাচে সমর্থকদের জয় উপহার দিতে পারেননি ইন্টার মায়ামি অধিনায়ক। ঘরের মাঠে কলম্বাস ক্রুর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে তার দল।

এই ড্রয়ে ইন্টার মায়ামির টানা ছয় ম্যাচে জয়ের ধারা থেমেছে। তবে ইস্টার্ন কনফারেন্স ও সাপোর্টার্স শিল্ডের পয়েন্ট তালিকায় এখনো দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে মায়ামি। শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলও নিজেদের ম্যাচে ড্র করায় মায়ামি তাদের চেয়ে দুই পয়েন্টেই পিছিয়ে আছে। মেসির সঙ্গে আর্জেন্টিনার আরেক তারকা রদ্রিগো দি পলও বিশ্বকাপের পর আজ মাঠে ফিরেছেন। তিনি শুরু থেকেই খেলেছেন, মায়ামির দ্বিতীয় গোল তৈরিতে তাঁর অবদানও ছিল।

বিশ্বকাপ শেষে মেসি ও দি পলের সর্বোচ্চ ২১ দিন পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ ছিল, তবে দুজনেই দ্রুতই ক্লাবের অনুশীলনে ফেরেন। বুধবার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার পর আজ প্রথমবার ম্যাচ খেলেছেন।

মেসি মাঠে নামার আগ পর্যন্ত উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ ছিলেন দলটির নেতৃত্বে। ম্যাচের প্রথম গোলটাও করেন এই সুয়ারেজই। ম্যাচের ১৬ মিনিটে প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে দারুণ এক লব শটে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন তিনি। তবে ৩৪তম মিনিটে কাসেমিরোর আত্মঘাতী গোলে কলম্বাস সমতায় ফেরে।

তিন দিন আগে মর্ন্টিয়েলের বিপক্ষে অভিষেকের পর আজ মায়ামির মাঠে প্রথমবার মাঠে নেমেছিলে কাসেমিরো। সমতার পর বিরতির আগে মায়ামি আরও একবার এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সুয়ারেজের নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে গোল করেন নোয়া অ্যালেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মেসি মাঠে নামার পর মায়ামির আক্রমণে বাড়তি গতি আসে। তবে তিনি গোল করতে পারেননি। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে একটি ফাউলের পর পাওয়া ফ্রি কিক থেকে গোল করে কলম্বাসকে সমতায় ফেরান মেন্দেজ।

এমএলএস পয়েন্ট তালিকায় ১৮ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৩৮, ন্যাশভিলের ৪০। মেসিদের পরের ম্যাচ ৬ আগস্ট স্যান লুইসের বিপক্ষে।

ভয়ে ভয়ে কমনওয়েলথে খেলতে নেমেছিলেন, তাই কি সোনা পেলেন না ?

২০১৮-য় সোনা পেয়েছিলেন। ২০২৬-এ তাঁর কাছে আবার সোনা জয়ের সুযোগ ছিল। কিন্তু নীরজ চোপড়া জ্যাভলিনে সোনা জিততে পারলেন না। শুক্রবার রাতের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগের কাছে সোনা হারালেন তিনি। রুপো পাওয়ার পর নীরজ স্বীকার করলেন, ভয়ে ভয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিলেন। রুপো পাওয়ার জন্য একটি কারণকেও দায়ী করেছেন তিনি।

শুক্রবার রাতে ৮৫.৮৩ মিটার ছুড়ে রুপো পেয়েছেন নীরজ। পাথিরাগে ৮৯.৭৫ মিটার ছুড়ে সোনা জিতেছেন। তবে নীরজের মতে, পদক পাওয়ার আগেই তিনি জিতে গিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে খেলতে নামার পরেও যে এতটা ভাল থ্রো করবেন সেটা তিনি ভাবতে পারেননি।

নীরজ বলেছেন, "প্রত্যাবর্তন ঠিকঠাকই হচ্ছে। তবে ঠান্ডায় আমি ভাল খেলতে পারি না। আমি তো ভারতীয়, তাই এতটা ঠান্ডার অভ্যাস নেই। এত দিন পর পোডিয়ামে ফিরতে পেরে ভাল লাগছে। যে পরিশ্রম করছি তার ফলাফল ধীরে ধীরে পাচ্ছি।"

চোটের কারণে প্রায় এক বছর বাইরে ছিলেন নীরজ। কমনওয়েলথে নামার আগে তাই ভয় ছিল, আবার না চোট পেয়ে যান। সে কারণেই নিজের সেরাটা দিতে পারেননি বলে মনে নিয়েছেন। নীরজের কথায়, "আরও উন্নতি করব। পরের প্রতিযোগিতায় আরও ভাল থ্রো করার চেষ্টা করব। আসলে ১০০ শতাংশ ফিট থাকলে মনের মধ্যে সেই লড়াকু ব্যাপারটা থাকে যে, আমি সব কিছু পেরিয়ে যাব। কিন্তু চোট থাকলে অনেক কিছু ভাবতে হয়। ভয় থাকে মনের মধ্যে। আজও আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম। জোরে দৌড়তে চাইনি। শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেয়েছিলাম। তবে থ্রো খুব ভাল ছিল।"

বিশ্বকাপ বিক্রি করতে গিয়ে বিপাকে ইনফান্তিনো, ফিফা সভাপতিকে তাড়াতে অনাস্থা আনবে ইউরোপ !

আরও চাপে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হয়েছে ইউরোপের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা উয়েফা। বিশ্বকাপ-সহ ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বেসরকারি সংস্থার কাছে বেচতে গিয়ে ফুটবল বিশ্বে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন ইনফান্তিনো। বিশ্বকাপ-সহ ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দিয়ে মোটা আর্থিক লাভের পরিকল্পনা করেছিলেন ইনফান্তিনো। তা করতে গিয়ে তাঁর ফিফা সভাপতি পদই হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ডের একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইনফান্তিনোকে আর ফিফা সভাপতি হিসাবে চায় না উয়েফা। ইনফান্তিনো নিজে ইস্তফা না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসবে ইউরোপের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। উয়েফার ৫৫টি সদস্য দেশ মিলে ইনফান্তিনোকে ফিফা থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।নিয়ম অনুযায়ী, ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য ৪৩টি সদস্য দেশের সমর্থন প্রয়োজন। সেই সংখ্যা উয়েফার কাছেই রয়েছে। উয়েফা কর্তাদের আশা, প্রস্তাব এলে উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমর্থন তাঁরা পাবেন। ফিফা সভাপতির পদ থেকে ইনফান্তিনোকে সরানো কঠিন হবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা। ফিফা একটি সংস্থা তৈরি করতে চাইছিল। তার নাম 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইসেস'। বিশ্বকাপ, ক্লাব বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা পরিচালনা করত এই সংস্থা। ইনফান্তিনোদের আশা, অন্তত ২১ শতাংশ মালিকানা বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা যাবে। এতে ফিফার পকেটে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঢুকবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই একজোট হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলি। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা সরাসরি বিরোধিতা করার পরই সুর নরম করেছিল ফিফা। জানানো হয়েছিল, কেউ বিশ্বকাপ বিক্রি করতে চাইছে না। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনও বিরোধিতা করার পর প্রস্তাব বাতিল করতে বাধ্য হয় ফিফা।

ভারত-পাকিস্তান এক গ্রুপে

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চদশ আসরের ড্রয়ে 'আপাতত' সহজ পথই পেয়েছে বাংলাদেশ। 'এ' গ্রুপে স্বাগতিকদের সঙ্গে আছে শ্রীলঙ্কা ও ভুটান।'বি' গ্রুপে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে আছে মালদ্বীপ। ২০২৩ সালের মতো এবারও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ পড়েছে একই গ্রুপে; সেবার গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় ভারত।ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে শনিবার সাফের ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এই ড্রয়ে রাখা হয়নি নেপালকে। গত বছরের জেন-জি আন্দোলনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ফেডারেশনের উপর তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে দেশটিকে নিষেধাজ্ঞা দেয় ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা।নেপালের জন্য আগামী নভেম্বরে সাফে খেলার সম্ভাবনার দুয়ার খোলা রেখেছে সাফ। সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে খেলার সুযোগ পাবে নেপাল। সেক্ষেত্রে তারা থাকবে বাংলাদেশের গ্রুপে।আগামী ৪ নভেম্বর এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে ১৭ নভেম্বর শেষ হবে। টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ হবে ঢাকায়।২০১৮ সালে সবশেষ এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বাংলাদেশ। এর

ঘরই হচ্ছে সচেতনতা শিক্ষার সঠিক পথ ঃ রাজ্যপাল নাল্লু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: আজ সকালে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের কনফারেন্স হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারা ''নেশামুক্ত যুব বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান''-এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। মাই ভারত এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ত্রিপুরার প্রত্যেক নাগরিককে 'নেশামুক্ত যুব বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র সরকারের একটি কর্মসূচি নয়, বরং একটি জনআন্দোলন। তিনি অভিভাবকদের সন্তানদের মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার, সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের নিজেদের আচরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার এবং যুবসমাজকে মাদকের বিরুদ্ধে 'না' বলার পাশাপাশি তাদের সমবয়সীদেরও একই অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকার মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তিনি জানান, মাদকের চাহিদা হ্রাসে নোডাল মন্ত্রক হিসেবে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ড্রাগ ডিমান্ড রিডাকশন প্রণয়ন করেছে। এই সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় মাদকাসক্তি প্রতিরোধ, জনসচেতনতা, শনাক্তকরণ, কাউন্সেলিং, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট চালু হওয়া নেশামুক্ত ভারত অভিযান হলো এনএপিডিডিআর-এর অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। প্রথমে দেশের মাদকপ্রবণ ২৭২টি জেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও বর্তমানে তা দেশের প্রতিটি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। তিনি জানান, এই উদ্যোগটি তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে, নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো-এর মাধ্যমে মাদকের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের মাধ্যমে জনসচেতনতা ও প্রচার কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মাধ্যমে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির কারণে ত্রিপুরা অবৈধ মাদক পাচারের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল। তিনি বলেন, রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যুবসমাজকে লক্ষ্য করে মাদকচক্র সক্রিয়ভাবে তাদের আসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, পরিবার এবং সামগ্রিক সমাজজীবনের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই অভিশাপ দূর করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল উপস্থিত সকলকে নেশামুক্ত ভারতের শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার, মাই ভারত, ত্রিপুরার পরিচালক মেহবুব আলম লস্কর, মাই ভারতের স্বেচ্ছাসেবক, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

কমলাসাগরে গ্লাস ফিল্ম অপসারণ অভিযান ঘিরে পুলিশ-অটোচালকদের বচসা

আগরতলা, ২ আগস্ট: কমলাসাগরের লেম্বুতুলি এলাকায় রবিবার গাড়ির কালো গ্লাস ফিল্ম (গ্লাস পেপার) অপসারণ ও ট্রাফিক আইন প্রয়োগকে কেন্দ্র করে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং অটোচালকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ লেম্বুতুলি এলাকায় যানবাহনে নিষিদ্ধ গ্লাস ফিল্ম ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একাধিক অটোরিকশা থামিয়ে গ্লাস ফিল্ম ব্যবহারের অভিযোগে আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হয়।

এরপরই কয়েকজন অটোচালক প্রতিবাদে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, শুধুমাত্র অটোরিকশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে একই নিয়ম সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত। তাঁদের দাবি, পুলিশ বিভাগের গাড়িসহ যে সমস্ত যানবাহনে গ্লাস ফিল্ম রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের দাবি বড় বড় গাড়ি গুলিতে এই গ্লাস পেপার ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই প্রশ্ন তুলেই সরব হন অটোচালকেরা।

অটোচালকদের বক্তব্য, আইন প্রয়োগে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে ট্রাফিক আইন কার্যকর করা হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা দেখা দিলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিশ্রামগঞ্জ থানার অদূরে বাড়ির বারান্দা থেকে অটোরিকশা চুরি, বিপাকে চালক

আগরতলা, ২ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে কয়েক হাত দূরত্বে অবস্থিত একটি বাড়ির বারান্দা থেকে একটি সিএনজি অটোরিকশা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে।

জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা অটোচালক রাকেশ আচার্যের বাড়ির বারান্দায় রাখা টিআর-০৭এ-২১০১ নম্বরের সিএনজি অটোরিকশাটি অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর গাড়ির কোনো সন্ধান মেলেনি।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, অটোরিকশাটি রাকেশ আচার্যের নিজের নয়। তিনি বিশ্রামগঞ্জের বড়জলা এলাকার বাসিন্দা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলার আড়ালিয়ায় পূজোর মাঠ ঘিরে বিতর্ক, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ এলাকাবাসী

আগরতলা, ২ আগস্ট: রাজধানী আগরতলার আড়ালিয়া যুগেন্দ্রনগরের অজিত পল্লী এলাকায় একটি খালি জমিকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপূজার জন্য ব্যবহৃত ওই জমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার এলাকাবাসীর একাংশ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, গত ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে ওই খোলা মাঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে, বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে, দুর্গাপূজার আয়োজন হয়ে আসছে। তাদের দাবি, প্রায় পাঁচ দশক ধরে জমিটির কোনো বৈধ মালিকানা নিয়ে কেউ সামনে আসেননি।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, জীবন দে ওরফে দিপু দে নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি ওই জমির জাল নথি তৈরি করে তা বিক্রির চেষ্টা করছেন এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জমিটি দেখাচ্ছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত জীবন দে-র কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত এই বিরোধকে কেন্দ্র করে এক সমাজসেবীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবে এলাকার মানুষের স্বার্থ এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত একটি বিষয়, এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।

এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন দ্রুত জমিটির প্রকৃত মালিকানা যাচাই করে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করুক। যদি কোনো বৈধ মালিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী তাঁর হাতে জমির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক। আর যদি বৈধ মালিকানা না পাওয়া যায়, তবে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রেখে এলাকাবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বার্থে মাঠটি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা হোক।

এই দাবিতে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক (এসডিএম), তহশিল অফিস এবং স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি, তদন্তে কোনো ধরনের জালিয়াতি বা অনিয়মের প্রমাণ মিললে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতির নজরে আনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন প্রশাসনের তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং এই বিতর্কের নিষ্পত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলের।

যুব সমাজকে নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে সখীচরণ স্কুলে সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: 'বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এর অংশ হিসেবে আগরতলার সখীচরণ বিদ্যালয়ে রবিবার যুব সমাজকে মাদক ও নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে এক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। নেশামুক্ত ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পোস্ট কমিটির সেক্রেটারি সুকান্ত ঘোষসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তির জীবন নয়, একটি পরিবার ও সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই যুব সমাজকে নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রেখে শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বক্তারা আরও আহ্বান জানান, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সচেতনতার মাধ্যমেই আগামী প্রজন্মকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব বলেও তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাদকবিরোধী শপথ গ্রহণ করানো হয় এবং সমাজে নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কমলপুরে পুকুরে আবর্জনা ফেলার অভিযোগে ক্ষোভ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ২ আগস্ট: ধলাই জেলার কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া এলাকায় একটি ব্যক্তিগত পুকুরে আবর্জনা ফেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পুকুরে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ফেলা হচ্ছে, যার ফলে গোটা এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঋষিপাড়ায় রাস্তার ধারে অবস্থিত গৌতম দেবনাথ, ক্ষিতীশ দেবনাথ এবং জগদীশ দেবনাথের মালিকানাধীন একটি পুকুরে নিয়মিতভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগেই বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা বর্জ্য ওই পুকুরে ফেলা হচ্ছে।

বাসিন্দাদের দাবি, এর ফলে শুধু ঋষিপাড়া নয়, সংলগ্ন ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় দেড়শো পরিবারও তীব্র দুর্গন্ধ ও দূষণের সমস্যায় ভুগছেন। তাঁদের অভিযোগ, পচা আবর্জনার কারণে এলাকায় মশা-মাছি ও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে গেছে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের কারণে শিশু, বয়স্কসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানালে তাঁদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং মামলা করার হুমকি দেওয়া হয়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে নগর পঞ্চায়েত বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখে অবিলম্বে পুকুরে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা হোক এবং জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিকল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ারও আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

কুমারঘাটে মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ, কঙ্গনা রানাউত ও প্রহ্লাদ যোশীর কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২ আগস্ট: বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর মন্তব্যের প্রতিবাদে রবিবার কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া বাজারে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল জেলা মহিলা কংগ্রেস। এদিন বিক্ষোভের পাশাপাশি কঙ্গনা রানাউত ও প্রহ্লাদ যোশীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা।

মহিলা কংগ্রেসের দাবি, বিলকিস বানু মামলার দণ্ডপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেওয়া এবং জন্তর-মন্তরে আন্দোলনরত জেন-জি আন্দোলনকারী ও তাঁদের অভিভাবকদের সম্পর্কে বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউতের মন্তব্যের প্রতিবাদেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কঙ্গনা রানাউত ও প্রহ্লাদ যোশীর প্রকাশ্যে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ফুলকুমারী গোস্বামী, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা খুমতিয়া দেববর্মা, পাবিয়াছড়া ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ভারতী শর্মা, ফটিকরায় ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মঞ্জুশ্রী দেব মালাকার, জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সত্যবান দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাব্রুম বনদপ্তরের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ, তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ আগস্ট: সাব্রুম বনদপ্তরের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় সড়কের ধারে সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ ব্যয় করে বসানো শতাধিক ফুলের টব ও রোপণ করা গাছের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

অভিযোগ অনুযায়ী, কয়েক বছর আগে সরকারি কোষাগার থেকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে সাব্রুম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের দমদমা এলাকা থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফেনী নদীর ওপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর জিরো পয়েন্ট এবং সাব্রুম ল্যান্ড পোর্টের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত রাস্তার দু''পাশে বড় আকারের কয়েকশো সিমেন্টের ফুলের টব বসিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছিল। প্রকল্পটির দায়িত্বে ছিল সাব্রুম বনদপ্তর।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশমীঘাটে শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির, উপস্থিত জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রবিবার আগরতলার দশমীঘাটস্থিত শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র-ইন-কাউন্সিল তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রী মা স্নেহময়ী আশ্রম ট্রাস্টের কর্মকর্তারা এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার বলেন, এধরনের স্বাস্থ্য শিবির সমাজের প্রতি আশ্রমের যে দায়বদ্ধতা তার প্রমাণ করে। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এমন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিবিরে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নিয়ে এই পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ডকে সামনে রেখে উমাকান্ত মাঠে বার পূজা, প্রস্তুতি শুরু কল্যাণ সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) আয়োজিত আসন্ন রাখাল মেমোরিয়াল শিল্ড ও এ-ডিভিশন ফুটবল প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে রবিবার সকালে আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি মাঠে ঐতিহ্যবাহী বার পূজার আয়োজন করল কল্যাণ সমিতি।

প্রতিবছরের মতো এবছরও ফুটবল মরসুম শুরুর আগে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজার থিম উন্মোচনের সঙ্গে রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ; রানীরবাজার রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ২ আগস্ট: শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা দিতে জিরানিয়া মহকুমার রানীরবাজার রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার রানীরবাজার থানা সংলগ্ন এলাকায় দুর্গাপূজার থিম উন্মোচনের পাশাপাশি মেগা রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রানীরবাজার রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি জিরানিয়া মহকুমার একটি ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত ক্লাব।

শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাবটি প্রতিবছরই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের পাশে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, এবছরও দুর্গাপূজার থিম উন্মোচনের মতো একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের মতো মানবিক উদ্যোগকে যুক্ত করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মানবসেবার মানসিকতাকেও আরও শক্তিশালী করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শারদীয় উৎসবকে শুধুমাত্র আনন্দ-উৎসবে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের প্রয়োজনীয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই প্রতি বছর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পান। পাশাপাশি দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবসে দিল্লির বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, উদ্যোগে শিক্ষাবিদ মনোজ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট: আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কিচেন গার্ডেন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মনোজ রায়। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ভিত্তিক কিচেন গার্ডেন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রাজ্যজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।

করোনা মহামারির সময় নিজের কর্মস্থল বাণীবিদ্যা পীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন তৈরির মাধ্যমে এই উদ্যোগের সূচনা করেন মনোজ রায়। পরবর্তীতে সেই উদ্যোগ ছয়টি কিচেন গার্ডেনে সম্প্রসারিত হয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর প্রথমে রাজ্যের পাঁচটি বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করে। দুই বছর পর তাঁর সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের আটটি জেলার ৫০টি বিদ্যালয়ে একই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়।

জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের ইতিবাচক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরে মনোজ রায়কে ত্রিপুরার সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কিচেন গার্ডেন সংক্রান্ত পরামর্শদাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় অবসর গ্রহণের পূর্বে শিক্ষা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের ৩,৭৫১টি বিদ্যালয়ে ছোট-বড় কিচেন গার্ডেন গড়ে ওঠে।

অবসর গ্রহণের আগে কলকাতার পাঁচটি বিদ্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন. সি. শর্মার নির্দেশে তিনি অন-ডিউটিতে কলকাতায় যান এবং সেখানে বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক ও নান্দনিক কিচেন গার্ডেন তৈরির পরিকল্পনা দেন। এছাড়াও কলকাতার তিনটি ত্রিপুরা ভবনেও তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন।

অবসর-পরবর্তী সময়েও তাঁর কাজ থেমে থাকেনি। নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা'র মাধ্যমে তিনি নিজ অর্থায়নে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কিচেন গার্ডেনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা ছাত্রছাত্রীদের গল্প ও কবিতার বই, ফুল, ফল ও সবজির চারা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ন সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরার বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে কিচেন গার্ডেন উদ্যোগের সঙ্গে মনোজ রায়ের নাম প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল কলকাতার পর দিল্লির বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় গত ৩০ জুলাই। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষে নিজের সংস্থার কার্যকরী সদস্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী পরীক্ষিৎ দে-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি কৌটিল্য মার্গস্থিত ত্রিপুরা ভবন সংলগ্ন দিল্লির অটল আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ১০টি ফলজ গাছের চারা রোপণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু বনশল, শিক্ষিকা ঋতু ত্যাগী এবং শিক্ষক হরেন্দ্র মীনা উপস্থিত ছিলেন। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করে।

নীট-২০২৬-এ রাজ্যে প্রথম বিলোনিয়ার বৈভব রায়, অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১৬৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ আগস্ট: নীট-২০২৬ পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন বিলোনিয়ার কৃতি ছাত্র বৈভব রায়। ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৮৬ নম্বর পেয়ে তিনি অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক ১৬৮ অর্জন করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে নজির গড়েছেন এই মেধাবী ছাত্র।

বিলোনিয়ার রাজীব কর্নার এলাকার বাসিন্দা বৈভব রায়ের পিতা বিশ্বনাথ রায় পেশায় একজন রেডিওগ্রাফার। ছোট শহর থেকে উঠে এসে সর্বভারতীয় স্তরে এই সাফল্য অর্জনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিলোনিয়া জুড়ে।

রবিবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ পার্ক সংলগ্ন তাঁর দাদুর বাড়িতে গিয়ে বিজেপির বিলোনিয়া মণ্ডল নেতৃত্ব বৈভবকে সংবর্ধনা জানায়। উত্তরীয় পরিয়ে, ফুলের তোড়া এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি তুলে দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান নেতৃবৃন্দ। এসময় তাঁর সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়।

মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত বলেন, বৈভবের এই সাফল্য শুধু বিলোনিয়ার নয়, সমগ্র ত্রিপুরার গর্ব। তাঁর এই কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মকে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সহ-সভাপতি অরূপ ভৌমিক, মণ্ডল নেতা পার্থ চৌধুরীসহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

একজন রেডিওগ্রাফারের সন্তান হিসেবে বৈভব রায়ের এই সাফল্য প্রমাণ করে, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে ছোট শহর থেকেও জাতীয় স্তরে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব।

ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের সংস্কারকাজ নিয়ে প্রশ্ন, কারিগরি তদন্ত ও সরেজমিন পরিদর্শনের দাবিতে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ আগস্ট: ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের চলমান সংস্কারকাজের গুণগত মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখিত একাধিক কাজ বাস্তবে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কারিগরি তদন্ত এবং ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সরেজমিন পরিদর্শনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ক অর্ডারে রাস্তার গর্ত ভরাট, ব্রিক সোলিং, ড্রেন নির্মাণ, স্ট্রিপিং এবং প্রোটেকশন ওয়ার্কসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক স্থানে শুধুমাত্র ইটের খোয়া ফেলে রাখা হয়েছে এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি বলে তাঁদের দাবি। ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী, রাস্তা সংস্কারের কাজের বরাত পেয়েছেন ঠিকাদার শ্রী নারায়ণ নাথ চৌধুরী। প্রকল্পের টেন্ডার মূল্য প্রায় ২২ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭০ টাকা ৫৮ পয়সা এবং কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ১৮০ দিন।

এলাকাবাসীর দাবি, সংস্কারকাজ চললেও সড়কের অবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন স্থানে গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে প্রতিদিন যাতায়াতে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখিত কাজের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির যথেষ্ট অমিল রয়েছে। এর ফলে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং কাজের গুণগত মান নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এর আগেও ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন সড়কের নিম্নমানের মেরামত নিয়ে অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃশ্যমান তৎপরতা দেখা যায়নি। একইভাবে ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়কের সংস্কারকাজ চলাকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতেও দেখা যায়নি বলে তাঁদের দাবি।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা নিয়মিত সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করলে নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং নিম্নমানের কাজের অভিযোগও অনেকাংশে কমে আসবে।

তাই অবিলম্বে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সরেজমিন পরিদর্শন, কারিগরি তদন্ত এবং নির্মাণকাজের গুণগত মান যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, কাজের প্রকৃত অগ্রগতি ও মান পরীক্ষা না করে কোনো বিল অনুমোদন করা উচিত নয়। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নারায়ণ নাথ চৌধুরী কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas